‘ক’ সেট
নমুনা উত্তর
এসএসসি-২০১৮
বিষয় ঃ বাংলা (সৃজনশীল)
(...... সালের সিলেবাস অনুযায়ী)
বিষয় কোড ঃ ১০১

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট **পূর্ণমান : ৭০**

উত্তরপত্র মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়সমূহ ঃ

*	প্রতিটি প্রশ্নের একটি নমুনা উত্তর দেওয়া আছে। পরীক্ষার্থীর উত্তর হুবহু এ নমুনা উত্তরের মত চাওয়া প্রত্যাশিত নয়। পরীক্ষার্থীর উত্তর এ নমুনা উত্তরের চেয়ে ভালো, সমমানের বা খারাপ হতে পারে।	
*	প্রদত্ত নমুনা উত্তরের কোন বিকল্প সঠিক উত্তরও থাকতে পারে। উত্তরপত্র মূল্যায়নকারীকে পরীক্ষার্থীর সঠিক বিকল্প উত্তর বিবেচনায় এনে নম্বর প্রদান করতে হবে।	
*	উত্তর লেখার ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীর শব্দ চয়ন, বাক্য গঠন ও উপস্থাপন কৌশল প্রদত্ত নমুনা উত্তর থেকে ভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক।	
*	পরীক্ষার্থীর দক্ষতাস্তরের উপর ভিত্তি করে নম্বর প্রদান করতে হবে। পরীক্ষার্থী প্রত্যাশিত দক্ষতাস্তর অনুযায়ী লিখতে পারলে ঐ দক্ষতাস্তরের জন্য বরাদ্দকৃত পূর্ণ নম্বর পাবে। সেজন্য ১/২ (অর্ধেক) নম্বর দেওয়া যাবে না।	

নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (Rubrics) ও সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (Sample Answer)
এসএসসি পরীক্ষা ২০১৮
বিষয় ঃ বাংলা প্রথমপত্র বিষয় কোড ঃ ১ ০ ১

১নং প্রশ্নের (ক) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
১(ক)	১	• সঠিক বানানে ঈশ্বর নাপিত কথাটি লিখতে পারলে ।
	০	• সঠিক বানানে ঈশ্বর নাপিত কথাটি লিখতে **না** পারলে ।

১ নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

ঈশ্বর নাপিত / গ্রামে ঈশ্বর নাপিত নাড়ী দেখতে জানতেন ।

১ নং প্রশ্নের (খ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
১(খ)	২	• অধর রায়ের উক্তির কারণটি (জাত বৈষম্য / সাম্প্রদায়িকতা) চিহ্নিত করে গল্পের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে । • উপযুক্ত শব্দচয়ন, যথার্থ বাক্যগঠন এবং বানানের বিশুদ্ধতা থাকলে ।
	১	• অধর রায়ের উক্তির কারণটি (জাত বৈষম্য / সাম্প্রদায়িকতা) চিহ্নিত করতে পারলে । • মধ্যম মানের শব্দচয়ন এবং বাক্যগঠন করতে পারলে
	০	• অধর রায়ের উক্তির কারণটি (জাত বৈষম্য / সাম্প্রদায়িকতা) চিহ্নিত করতে **না** পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে ।

১ নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

অধর রায়ের এরূপ উক্তির কারণ- জাত বৈষম্য / সাম্প্রদায়িকতা / নিম্নবর্ণের প্রতি অবজ্ঞা / নিচু জাতের প্রতি ঘৃণা/ বংশ গৌরব/ আভিজাত্যের অহমিকা / সামন্ততান্ত্রিকতা ।

অভাগীর সৎকারের জন্য রসিক বাঘ উঠানের বেলগাছটি কাটতে গেলে পেয়াদা তাকে চড় দেয় । এ অন্যায়ের প্রতিকার ও মাকে পোড়ানোর কাঠের ব্যবস্থা করতে কাঙালী ছুটে যায় জমিদারের গোমস্তা অধর রায়ের কাছে। শোক ও উত্তেজনায় কাঙালী একেবারে কাছারীর উপরে উঠে গিয়েছিল । তার কান্নাভেজা নালিশ শুনে অধর ক্রুদ্ধ ও বিস্মিত হয় । মড়া ছুঁয়ে এসেছে মনে করে অর্থাৎ জাত বৈষম্যের কারণে অধর রায় ধমক দিয়ে তাকে নিচে নেমে দাঁড়াতে বলে ।

১ নং প্রশ্নের (গ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
১(গ)	৩	• উদ্দীপকে প্রতিফলিত দিকটি (অভাগীর করুণ পরিণতি / অভাগীর মৃত্যুর অনিবার্যতা) চিহ্নিত করে গল্প এবং উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে। • উপযুক্ত শব্দচয়ন, যথার্থ বাক্যগঠন এবং বানানের বিশুদ্ধতা থাকলে।
	২	• উদ্দীপকে প্রতিফলিত দিকটি (অভাগীর করুণ পরিণতি / অভাগীর মৃত্যুর অনিবার্যতা) চিহ্নিত করে গল্পের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে। • উপযুক্ত শব্দচয়ন, যথার্থ বাক্যগঠন এবং বানানের বিশুদ্ধতা থাকলে।
	১	• উদ্দীপকে প্রতিফলিত দিকটি (অভাগীর করুণ পরিণতি / অভাগীর মৃত্যুর অনিবার্যতা) শুধু চিহ্নিত করতে পারলে।
	০	• উদ্দীপকে প্রতিফলিত দিকটি (অভাগীর করুণ পরিণতি / অভাগীর মৃত্যুর অনিবার্যতা) চিহ্নিত করতে **না** পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে

১ নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

উদ্দীপকে প্রতিফলিত দিকটি হলো – অভাগীর করুণ পরিণতি / যথাযথ চিকিৎসার অভাবে অভাগীর মৃত্যু / অভাগীর মৃত্যুর অনিবার্যতা।

'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে দেখা যায়- অভাগী অসুস্থ হলে তার ছেলে কাঙালী ঘটি বন্ধক দিয়ে এক টাকা প্রণামী দেয় কবিরাজকে। কিন্তু নীচু জাত বলে কবিরাজ আসে না বরং গোটা চারেক বড়ি দেয়। খল, মধু, আদার সত্ত্ব, তুলসী পাতার রস এসবের সাথে মিশিয়ে
বড়ি খাওয়ানোর কথা। কিন্তু অভাগী সে বড়ি হাতে নিয়ে তার মাথায় ঠেকিয়ে উনানে ফেলে দেয়। পাড়া প্রতিবেশীরা হরিণের শিং-ঘষা জল, গেঁটে-কড়ি পুড়িয়ে মধুতে মাখিয়ে চাটিয়ে দেওয়াসহ নানা চিকিৎসা পদ্ধতির সন্ধান দেয়। কিন্তু ভাগ্য দেবতায় বিশ্বাসী অভাগী এ সকল আয়োজন উপেক্ষা করে। অমোঘ নিয়তির টানে একসময় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে অভাগী।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সাপ ধরতে গিয়ে মৃত্যুঞ্জয় সাপের কামড়ে আহত হয়। তাকে সুস্থ করতে বহু তাবিজ-কবজ, দেব-দেবীর দোহাই, ওঝার ঝাড়ফুঁক ইত্যাদি আয়োজন চলতে থাকে। কিন্তু এত আয়োজনের পরও সবাইকে ছেড়ে অভাগীর মতো মৃত্যুঞ্জয়ও না ফেরার দেশে পাড়ি জমায়। এমনিভাবে উদ্দীপকে 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের মৃত্যুর অনিবার্যতার দিকটির প্রতিফলন ঘটেছে।

১ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
১(ঘ)	৪	• মন্তব্যটির যথার্থতা যাচাই করে 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের মূল বিষয় (জাতবৈষম্য ও সামন্তবাদের নির্মম রূপ) যে অনুপস্থিত তা উদ্দীপক ও গল্পের আলোকে যুক্তিসহ প্রমাণ করতে পারলে • উপযুক্ত শব্দচয়ন, যথার্থ বাক্যগঠন এবং বানানের বিশুদ্ধতা থাকলে।
	৩	• উদ্দীপকে 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের একটি বিশেষ দিকের (মৃত্যুর অনিবার্যতা) প্রতিফলন ঘটেছে তা উদ্দীপক ও গল্পের আলোকে যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করতে পারলে। • উপযুক্ত শব্দচয়ন, যথার্থ বাক্যগঠন এবং বানানের বিশুদ্ধতা থাকলে।
	২	• 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের মূল বিষয় (জাতবৈষম্য ও সামন্তবাদের নির্মম রূপ) ব্যাখ্যা করতে পারলে। • মধ্যম মানের শব্দচয়ন এবং বাক্যগঠন করতে পারলে
	১	• উদ্দীপকে 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের একটি বিশেষ দিক অর্থাৎ মৃত্যুর অনিবার্যতার প্রতিফলন ঘটেছে, কিন্তু গল্পের মূল বিষয়- জাতবৈষম্য ও সামন্তবাদের নির্মম রূপ অনুপস্থিত এ মন্তব্যটি যে যথার্থ তা উল্লেখ করতে পারলে।
	০	• উদ্দীপকে 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের একটি বিশেষ দিক অর্থাৎ মৃত্যুর অনিবার্যতার প্রতিফলন ঘটেছে, কিন্তু গল্পের মূল বিষয়- জাতবৈষম্য ও সামন্তবাদের নির্মম রূপ অনুপস্থিত এ মন্তব্যটি যে যথার্থ তা উল্লেখ করতে **না** পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে।

১ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

মন্তব্যটি যথার্থ কারণ উদ্দীপকে 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের একটি বিশেষ দিক অর্থাৎ মৃত্যুর অনিবার্যতার প্রতিফলন ঘটেছে, কিন্তু গল্পের মূল বিষয়- জাতবৈষম্য ও সামন্তবাদের নির্মম রূপ অনুপস্থিত।

গল্পে দেখা যায়- গরীব-দুঃখী ও নীচু জাতের মেয়ে অভাগী আর তার পনের বছর বয়সী ছেলে কাঙালী। অভাগীর জন্মই যেন আজন্ম পাপ। কারণ তার জন্মের সময় মা মারা যাওয়ায় তার বাবা রাগ করে তার নাম রাখেন অভাগী। কিশোরী বয়সে বিয়ে হয় রসিক বাঘের সাথে। সেও কিছু দিন পর অভাগীকে ছেড়ে অন্য বাঘিনী নিয়ে অন্যত্র চলে যায়। প্রতিকূল পরিবেশে ছোট্ট কাঙালীকে নিয়ে জীবন সংগ্রাম শুরু হয় অভাগীর। একদিন প্রতিবেশী ঠাকুরদাস মুখুজ্যের স্ত্রীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া দেখে তার মধ্যে স্বর্গে যাবার বাসনা জাগে। কয়েক দিন জ্বরে ভুগে অভাগী মারা গেলে সতী-সাধ্বী অভাগীর স্বর্গে যাবার অন্যান্য সকল আয়োজন যেমন- আলতা-সিঁদুর, স্বামীর পায়ের ধুলা, ছেলের হাতের আগুন ইত্যাদি সবই প্রস্তুত ছিল। শুধু ছিল না মড়াপোড়ানোর কাঠ। সামন্ততন্ত্র / জমিদারী প্রথার নিষ্ঠুরতার কারণে নিজেদের গাছের কাঠ চাইতে গিয়ে অধর রায়ের কাছ থেকে গলা ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসতে হয়েছে কাঙালীকে। মুখুজ্যে বাড়িতেও কাঠ না পেয়ে বরং নীচু জাত হিসেবে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য শুনতে হয়েছে- 'সব ব্যাটারাই এখন বামুন-কায়েত হতে চায়। অগত্যায় নদীর চরায় অভাগীকে মাটি চাপা দেওয়ার মধ্য দিয়ে তার স্বর্গে যাবার ঐকান্তিক বাসনাও মাটি চাপা পড়ে।

উদ্দীপকে দেখা যায়- সাপের কামড়ে মৃত্যুঞ্জয় মারা যায়। তাবিজ-কবজ, ঝাড়ফুঁক, দেবদেবীর দোহাইকোন কিছুই তাকে রক্ষা করতে পারেনি। এখানে মৃত্যুঞ্জয়ের করুণ মৃত্যু ছাড়া অন্য কোন বিষয়ের উল্লেখ নেই।

অপর দিকে 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে অভাগীর করুণ মৃত্যুর বিষয়টি মুখ্য নয়। এ গল্পের মূল বিষয় সাম্প্রদায়িকতা, দারিদ্র্য, স্বামীর অবহেলা, ধনীক শ্রেণির উপেক্ষা, সামন্তবাদের নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি। অভাগীর মৃত্যুর অনিবার্যতা গল্পের সামান্য একটি দিক। সুতরাং উপর্যুক্ত আলোচনায় বলা যায়- উদ্দীপকে 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের একটি বিশেষ দিকের প্রতিফলন ঘটেছে, কিন্তু গল্পের মূল বিষয় অনুপস্থিত।

২ নং প্রশ্নের (ক) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
২(ক)	১	• সঠিক বানানে অসহযোগ আন্দোলন এর কথাটি লিখতে পারলে ।
	০	• সঠিক বানানে অসহযোগ আন্দোলন এর কথাটি লিখতে **না** পারলে ।

২ নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

অসহযোগ আন্দোলন / ছাত্রজীবনে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন ।

২ নং প্রশ্নের (খ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
২(খ)	২	• হযরত মুহম্মদ (স.) এর দুর্লভ মানবিকগুণাবলি প্রবন্ধের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে • উপযুক্ত শব্দচয়ন, যথার্থ বাক্যগঠন এবং বানানের বিশুদ্ধতা থাকলে ।
	১	• হযরত মুহম্মদ (স.) এর দুর্লভ মানবিকগুণাবলি উল্লেখ করতে পারলে • মধ্যম মানের শব্দচয়ন এবং বাক্যগঠন করতে পারলে
	০	• হযরত মুহম্মদ (স.) এর দুর্লভ মানবিকগুণাবলি উল্লেখ করতে **না** পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে

২ নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

অনন্য মানবিক গুণাবলির কারণে হযরত মুহম্মদ (স.) ছিলেন দুর্লভ ।

হযরত মুহম্মদ (স.) ছিলেন অত্যন্ত সহনশীল এবং নিরহংকারী একজন মানুষ । অত্যাচারীকে তিনি কখনো অভিশাপ দেন নি । বংশগৌরব এক মুহূর্তের জন্যেও তাঁর মাঝে স্থান পায় নি । উদারতার ক্ষেত্রে তাঁর জুড়ি নেই । সত্য সাধনায় তিনি ছিলেন বজ্রের মত কঠিন পর্বতের মত অটল অথচ করুণায় তিনি ছিলেন কুসুম কোমল । এক কথায় বলা যায় ত্যাগ, প্রেম, সাধুতা, সৌজন্য, ক্ষমা, সাহস, অনুগ্রহ, আত্মবিশ্বাস, চারিত্রিক সৌন্দর্য এসব মানবিক দিকের সমাহার মানুষের মাঝে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর । তাই তিনি মানুষের একজন হয়েও দুর্লভ ।

২ নং প্রশ্নের (গ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
২(গ)	৩	• উদ্দীপকের ইমাম হাসান (রা:) এর চরিত্রে হযরত মুহম্মদ (স.) এর যে মহৎ গুণের (ক্ষমাশীলতা) প্রভাব পড়েছে তা উদ্দীপক ও প্রবন্ধের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে । • উপযুক্ত শব্দচয়ন, যথার্থ বাক্যগঠন এবং বানানের বিশুদ্ধতা থাকলে ।
	২	• হযরত মুহম্মদ (স.) এর ক্ষমাশীলতার গুণটি প্রবন্ধের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে । • উপযুক্ত শব্দচয়ন, যথার্থ বাক্যগঠন এবং বানানের বিশুদ্ধতা থাকলে ।
	১	• উদ্দীপকের ইমাম হাসান (রা:) এর চরিত্রে হযরত মুহম্মদ (স.) এর যে মহৎ গুণের (ক্ষমাশীলতা) প্রভাব পড়েছে শুধু তা নির্ণয় করতে পারলে ।
	০	• উদ্দীপকের ইমাম হাসান (রা:) এর চরিত্রে হযরত মুহম্মদ (স.) এর যে মহৎ গুণের (ক্ষমাশীলতা) প্রভাব পড়েছে তা নির্ণয় করতে **না** পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে

২ নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

উদ্দীপকে ইমাম হাসান (রা:) এর চরিত্রে হযরত মুহম্মদ (স.) এর যে মহৎ গুণের প্রভাব পড়েছে তা হলো ক্ষমাশীলতা / উদারতা / মহানুভবতা ।

প্রবন্ধানুসারে, হযরত মুহম্মদ (স.) এর চরিত্রের অগণিত মানবিক গুণের একটি হলো ক্ষমাশীলতা / উদারতা । মক্কার পথে প্রান্তরে পৌত্তলিকদের পাথরের আঘাতে তাঁর বরাঙ্গের বসন বহুবার রক্তরঙিন হয়েছে, তবু তিনি পাপী মানুষকে ভালোবেসেছেন । বারবার আহত হয়েও তাদের অভিশাপ দেন নি বরং ক্ষমা করেছেন । তায়েফে শত্রুর পাথরের আঘাতে আঘাতে তিনি অবসন্ন হয়ে পড়েন, শত্রুরা আবার তাঁকে দাঁড় করিয়ে পাথর মারতে থাকে, রক্তে তাঁর বসন ভিজে যায় । কিন্তু তবুও তিনি তাদের জন্য আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করেন- ‘ এদের জ্ঞান দাও প্রভু, এদের ক্ষমা কর ।’ মক্কা বিজয়ের পর তিনি পাপী মানুষগুলোর জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন ।

হযরত মুহম্মদ (স.) এর চরিত্রের অনুরূপ গুণের প্রভাব উদ্দীপকের ইমাম হাসান (রা:) এর চরিত্রে লক্ষ্যণীয় । ঈমান হাসান (রা:) কে তাঁর স্ত্রী জাএদা বিষ প্রয়োগে হত্যা করেন । তিনি সমগ্র বিষয়াদি জানতে পেরেও তা গোপন রাখেন । এমনকি তাঁর অনুজ এর নিকটও তা প্রকাশ করেন নি । বরং ভবিষ্যতে জানতে পেলেও ঘাতককে যেন ক্ষমা করা হয় সেই অনুরোধ করেন । এর মাধ্যমে ইমাম হাসান (রা:) চরিত্রে ক্ষমাশীলতার এক মহান দৃষ্টান্ত ফুঠে উঠেছে ।

২ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
২(ঘ)	৪	• উদ্দীপকে প্রতিফলিত গুণটি হয়রত মুহম্মদ (স.) চরিত্রের পরিপূর্ণ গুণের অংশ বিশেষ মন্তব্যটি যথার্থ তা উদ্দীপক ও গল্পের আলোকে যুক্তিসহ প্রমাণ করতে পারলে • উপযুক্ত শব্দচয়ন, যথার্থ বাক্যগঠন এবং বানানের বিশুদ্ধতা থাকলে।
	৩	• উদ্দীপকে প্রতিফলিত গুণটি উদ্দীপক ও গল্পের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে • উপযুক্ত শব্দচয়ন, যথার্থ বাক্যগঠন এবং বানানের বিশুদ্ধতা থাকলে।
	২	• উদ্দীপকে প্রতিফলিত গুণটি বাদে হয়রত মুহম্মদ (স.) চরিত্রের অন্যান্য গুণগুলো প্রবন্ধের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে • মধ্যম মানের শব্দচয়ন এবং বাক্যগঠন করতে পারলে
	১	• উদ্দীপকে প্রতিফলিত গুণটি হয়রত মুহম্মদ (স.) চরিত্রের পরিপূর্ণ গুণের অংশ বিশেষ মন্তব্যটি যে যথার্থ শুধু তা নির্ণয় করতে পারলে।
	০	• উদ্দীপকে প্রতিফলিত গুণটি হয়রত মুহম্মদ (স.) চরিত্রের পরিপূর্ণ গুণের অংশ বিশেষ মন্তব্যটি যে যথার্থ তা নির্ণয় করতে **না** পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে।

২ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

উদ্দীপকে প্রতিফলিত গুণটি হয়রত মুহম্মদ (স.) চরিত্রের পরিপূর্ণ গুণের অংশ বিশেষ- মন্তব্যটি যথার্থ।

'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধে দেখা যায় যে, হযরত মুহম্মদ (স.) ছিলেন অত্যন্ত ক্ষমাশীল, উদার, দূরদর্শী, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন একজন মানুষ। গৃহস্থের ধনসম্পদ, নেতৃত্বের মর্যাদা, রাজার সিংহাসন সব কিছুর প্রতি তিনি ছিলেন নির্লোভ। তিনি মক্কা ও তায়েফে সীমাহীন নির্যাতনের শিকার হন। কিন্তু তবুও তাদের অভিশাপ দেন নি। বরং মক্কাবিজয়ের পর ঘোষণা করেন সাধারণ ক্ষমা। সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী হয়েও তিনি তা কখনোই প্রয়োগ করেন নি। আবার মর্যাদা হানির আশঙ্কা তুচ্ছ করে তিনি অকুতোভয়ে আত্মদোষ উৎঘাটন করেন। সর্বোপরি তাঁর দারিদ্র্য ছিল ইচ্ছাস্বীকৃত।

উদ্দীপকের ইমাম হাসান (রা.) এর মাঝে ফুটে উঠেছে শুধুমাত্র ক্ষমাশীলতার দিকটি। তাঁর ঘাতক আপন স্ত্রী জাএদা-এ কথা জানতে পেরেও তাকে ক্ষমা করে দেন। অনুজের নিটক বিষয়টি গোপন রাখেন এবং ভবিষ্যতে এ সত্য প্রকাশ পেলেও তাকে ক্ষমা করতে বলেন। ইমাম হাসান (রা.) এর এরূপ আচরণে শুধুমাত্র ক্ষমাশীলতার দিকটি প্রকাশ পেয়েছে।

অপরদিকে মানুষ মুহম্মদ (স.) প্রবন্ধে দেখা যায় যে হযরত মুহম্মদ (স.) এর চরিত্রে নানা গুণের সমাবেশ ঘটেছে। ক্ষমা, উদারতা, ত্যাগ, সাধুতা, সৌজন্য, অনুগ্রহ, দূরদর্শী চিন্তা ইত্যাদি গুণের উল্লেখ উদ্দীপকে পাওয়া যায় না। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে হযরত মুহম্মদ (স.) এর চারিত্রিক গুণাবলীর অংশ বিশেষ ফুটে উঠেছে মাত্র।

৩ নং প্রশ্নের (ক) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৩(ক)	১	• সঠিক বানানে 'বীরবল' কথাটি লিখতে পারলে ।
	০	• সঠিক বানানে 'বীরবল' কথাটি লিখতে **না** পারলে ।

৩ নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

বীরবল / প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যিক ছদ্মনাম 'বীরবল' ।

৩ নং প্রশ্নের (খ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৩(খ)	২	• লাইব্রেরি কীভাবে স্বশিক্ষিত হবার সুযোগ করে দেয় তা প্রবন্ধের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে । • উপযুক্ত শব্দচয়ন, যথার্থ বাক্যগঠন এবং বানানের বিশুদ্ধতা থাকলে ।
	১	• স্বশিক্ষিত হবার সুযোগ থাকার বিষয়টি উল্লেখ করতে পারলে । • মধ্যম মানের শব্দচয়ন এবং বাক্যগঠন করতে পারলে
	০	• স্বশিক্ষিত হবার সুযোগ থাকার বিষয়টি উল্লেখ করতে **না** পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে

৩ নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

মানসিক প্রফুল্লতা ও সুস্থতার জন্য / প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হবার জন্য / স্বশিক্ষিত হবার জন্য / স্বীয় শক্তি ও রুচি অনুসারে কাজ করার সুযোগ থাকার জন্য লেখক লাইব্রেরিকে হাসপাতালের উপরে স্থান দিয়েছেন ।

হাসপাতালে রুগ্ণ দেহের চিকিৎসা হয় । কিন্তু লাইব্রেরিতে হয় রুগ্ণ মনের । অর্থাৎ একজন ব্যক্তি লাইব্রেরিতে গিয়ে স্বেচ্ছায় স্বচ্ছন্দ চিত্তে তার ভালোলাগা অনুযায়ী বই পড়তে পারে । পাঠক এক্ষেত্রে পরিপূর্ণ স্বাধীন । স্বীয় শক্তি ও রুচি অনুসারে পাঠক যখন বই পড়ার সুযেগ পায় তখন তার মানসিক সুস্থতা তৈরি হয় এবং জ্ঞানার্জন হয় নিবিড় ও গভীর । তাই লেখক লাইব্রেরিকে হাসপাতালের উপরে স্থান দিয়েছেন ।

৩ নং প্রশ্নের (গ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
৩(গ)	৩	• প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটির দিকটি উদ্দীপক ও প্রবন্ধের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে। • উপযুক্ত শব্দচয়ন, যথার্থ বাক্যগঠন এবং বানানের বিশুদ্ধতা থাকলে।
	২	• প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটিসমূহ প্রবন্ধের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে। • উপযুক্ত শব্দচয়ন, যথার্থ বাক্যগঠন এবং বানানের বিশুদ্ধতা থাকলে।
	১	• উদ্দীপকে যে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটির দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে শুধু তা নির্ণয় করতে পারলে
	০	• উদ্দীপকে যে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটির দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে তা নির্ণয় করতে **না** পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে

৩ নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

উদ্দীপকে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি / জোর করে শিক্ষাদান / বিদ্যা গেলানো / দেশীয় শিক্ষার নেতিবাচক দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

'বইপড়া' প্রবন্ধে লেখকের মতে- আমাদের স্কুল কলেজে শিক্ষার্থীদের বিদ্যা গেলানো হয়। মাস্টার মহাশয়েরা নোট দেন আর সেই নোট মুখস্ত করে শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় উগরে এসে পাস করে। সার্টিফিকেট সর্বস্ব এ শিক্ষায় মুখস্ত বিদ্যায় পারদর্শী শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় ভালো করলেও প্রকৃত অর্থে জ্ঞানার্জন শূন্য। কেননা শিক্ষার্থীর ভালো লাগা-মন্দ লাগা, পছন্দ-অপছন্দ, আগ্রহ-সামর্থ্য এখানে কোনো প্রকার গুরুত্ব পায় নি। বরং চাপিয়ে দিয়ে তাদেরকে শিক্ষার্জনে বাধ্য করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা স্বশিক্ষিত হবার সুযোগ পায় না। বরং তাদের জীবনী শক্তি হ্রাস পায়। লেখক তাই এ শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাজিকরের বন্দুক-কামানের গুলি খেয়ে আবার তা উদগীরণ করার প্রাণান্তকর বাজির সাথে তুলনা করেছেন।

উদ্দীপকের 'তোতা কহিনী' গল্পেও দেখা যায় জোর করে বিদ্যা গেলানোর কাহিনি। যেখানে তোতা পাখিকে শিক্ষার জন্য আয়োজনের কোনো ঘাটতি ছিল না। বিখ্যাত প-িত নিয়োগ, মহাসমারোহের সাথে শিক্ষাদান এবং এক সময় জোর করে শেখানোর চেষ্টা করা হয়। সবশেষে মৃত্যু ঘটে পাখিটির। এমনিভাবে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীরাও উদ্দীপকের তোতা পাখির মতই করুণ পরিণতির দিকে ধাবিত হয়।

৩ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৩(ঘ)	৪	• প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি কীভাবে স্বশিক্ষিত হবার পথ রুদ্ধ করে দেয় তা উদ্দীপক ও গল্পের আলোকে যুক্তিসহ প্রমাণ করতে পারলে • উপযুক্ত শব্দচয়ন, যথার্থ বাক্যগঠন এবং বানানের বিশুদ্ধতা থাকলে।
	৩	• প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি উদ্দীপক ও গল্পের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে • উপযুক্ত শব্দচয়ন, যথার্থ বাক্যগঠন এবং বানানের বিশুদ্ধতা থাকলে।
	২	• সাহিত্যচর্চা কীভাবে স্বশিক্ষিত হবার সুযোগ করে দেয় প্রবন্ধের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে • মধ্যম মানের শব্দচয়ন এবং বাক্যগঠন করতে পারলে
	১	• প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি যে স্বশিক্ষিত হবার পথ রুদ্ধ করে দেয় শুধু তা নির্ণয় করতে পারলে।
	০	• প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি যে স্বশিক্ষিত হবার পথ রুদ্ধ করে দেয় শুধু তা নির্ণয় করতে **না** পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে।

৩ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

'উদ্দীপকে প্রতিফলিত দিকটি মানুষের স্বশিক্ষিত হবার পথ রুদ্ধ করে দেয়'-মন্তব্যটি যথার্থ, কারণ- না বুঝে মুখস্ত করার মধ্য দিয়ে সার্টিফিকেট অর্জন করা যায় কিন্তু জ্ঞান অর্জিত হয় না। তাই বিদ্যার্জনে স্বাধীনতা না থাকায় শিক্ষার্থীরা ছন্দ হারিয়ে ফেলে, আগ্রহ নষ্ট হয়ে যায়। ফলে স্বশিক্ষিত হবার পথে তা বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

'বই পড়া' প্রবন্ধে দেখা যায়, আমাদের দেশে বিদ্যাদাতার যেমন অভাব নেই, তেমনি দাতাকর্ণেরও অভাব নেই। ছেলে-মেয়েরা স্কুলে বিদ্যার্জন করে শিক্ষকের ইচ্ছায়। শিক্ষার্থীর ভালোলাগার কোন প্রকার মূল্যায়ন করা হয় না। অর্থাৎ তাদেরকে বিদ্যা গেলানো হয়। তারা তা জীর্ণ করতে পারুক আর না পারুক সেটি আদৌ বিচার্য বিষয় নয়। গুরুদত্ত নানা প্রকার নোট মুখস্থ করে তারা পরীক্ষায় পাশ হয়। তাছাড়াও পরীক্ষার পাশ ও ভালো নম্বর পাওয়াই তাদের মূখ্য বিষয় হাওয়ায় নির্ধারিত বিষয়ের বাইরে যাওয়ার সুযোগ তাদের নেই। এমনকি পারিবারিক পরিবেশে এবং বিদ্যালয় উভক্ষেত্রই তাদেরকে সীমাবদ্ধ করে রাখছে। ফলে স্বেচ্ছায়, সাগ্রহে, সানন্দে পাঠ গ্রহণের সুযোগ তাদের হয়ে ওঠে না।

উদ্দীপকে দেখা যায়- রাজা তোতা পাখিকে শিক্ষাদানের জন্য বিখ্যাত প-িত নিয়োগ করেন। প-িতেরা সেটিকে জোর করে পুস্তকের পাতা মুখে পুরে দিতে লাগলেন। অর্থাৎ তোতার ইচ্ছা, আগ্রহ কিংবা সামর্থ্যের কোন প্রকার গুরুত্বারোপ করা হয়নি।

লেখকের মতে 'সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত'। অর্থাৎ সুশিক্ষিত হতে হলে আগে অবশ্যই তাকে স্বশিক্ষিত হতে হবে। আর স্বশিক্ষিত হবার জন্য চাই সাহিত্যচর্চা। সকল জ্ঞানের আধার সাহিত্য। তাই লাইব্রেরিতে স্বেচ্ছায়,সাগ্রহে, সানন্দে সাহিত্যচর্চার মাধ্যমেই কেবল স্বশিক্ষিত হওয়া যায়। কিন্তু উদ্দীপকের তোতার মতই আমাদের স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের পুঁথিগত বিদ্যার্জনের মাধ্যমে শুধু পরীক্ষায় পাসের জন্য বাধ্য হয়ে বই মুখস্ত করে যা স্বশিক্ষিত হওয়ার পথ বন্ধ করে দেয়।

৪ নং প্রশ্নের (ক) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৪(ক)	১	• সঠিক বানানে ‘যুদ্ধের কাহিনি’ কথাটি লিখতে পারলে ।
	০	• সঠিক বানানে ‘যুদ্ধের কাহিনি’ কথাটি লিখতে **না** পারলে ।

৪ নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

যুদ্ধের কাহিনি / মহাকাব্য রচিত হয় যুদ্ধ-বিগ্রহের কোন কাহিনিকে অবলম্বন করে ।

৪ নং প্রশ্নের (খ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৪(খ)	২	• নাটক অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শকের কাছে উপস্থাপিত হয় বলে নাটককে দৃশ্যকাব্য বলা হয় এ বিষয়টি প্রবন্ধের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে • উপযুক্ত শব্দচয়ন, যথার্থ বাক্যগঠন এবং বানানের বিশুদ্ধতা থাকলে ।
	১	• নাটক অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শকের কাছে উপস্থাপিত হয় বলে নাটককে দৃশ্যকাব্য বলা হয় এ বিষয়টি শুধু নির্ণয় করতে পারলে । • মধ্যম মানের শব্দচয়ন এবং বাক্যগঠন করতে পারলে
	০	• নাটক অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শকের কাছে উপস্থাপিত হয় বলে নাটককে দৃশ্যকাব্য বলা হয় এ বিষয়টি নির্ণয় করতে **না** পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে

৪ নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

নাটক অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শকের কাছে উপস্থাপিত হয় বলে নাটককে দৃশ্যকাব্য বলা হয় ।

নাটকের লক্ষ্য পাঠক নয়, দর্শক । সংলাপ প্রধান এই সাহিত্য- দর্শক সমাজে উপস্থাপনের মাধ্যমে তা জীবন্ত হয়ে ওঠে । দর্শকদের মাঝে ভিন্ন রকম একটা ভালোলাগার জন্ম হয় । তারা বিষয়ের গভীরে প্রবেশের সুযোগ পায় । কেননা নাটকই সাহিত্যের একমাত্র অঙ্গ যা সরাসরি পাঠক ও দর্শক সমাজকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয় । সর্বোপরি অভিনয়ের মাধ্যমে প্রদর্শন করানো সম্ভব না হলে নাটকরচনার মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয় ।

৪ নং প্রশ্নের (গ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৪(গ)	৩	• ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্যসমূহ উদ্দীপক ও গল্পের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে। • উপযুক্ত শব্দচয়ন, যথার্থ বাক্যগঠন এবং বানানের বিশুদ্ধতা থাকলে।
	২	• ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্যসমূহ গল্পের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে। • উপযুক্ত শব্দচয়ন, যথার্থ বাক্যগঠন এবং বানানের বিশুদ্ধতা থাকলে।
	১	• উদ্দীপকে 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধের 'ছোটগল্প' এর দিকটি ইঙ্গিত করা হয়েছে শুধু তা নির্ণয় করতে পারলে।
	০	• উদ্দীপকে 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধের 'ছোটগল্প' এর দিকটি ইঙ্গিত করা হয়েছে তা নির্ণয় করতে **না** পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে

৪ নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

উদ্দীপকে 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধের 'ছোটগল্প' এর দিকটি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধে সাহিত্যের বেশ কটি শাখার কথা উল্লেখ রয়েছে। এগুলোর মধ্যে ছোটগল্প সর্বাপেক্ষা নবীন। এর পরিধি খুবই সীমিত, পাত্রপাত্রীও থাকে স্বল্প সংখ্যক। আকস্মিকভাবে আরম্ভ হয় আবার আকস্মিকভাবে পরিসমাপ্তি ঘটে। ছোটগল্প রস সঞ্চার করে দ্রুত কাহিনির পরিণতির দিকে ধাবিত হয়। পাঠ শেষে পাঠকের মনে অতৃপ্তির জিজ্ঞাসা থেকে যায়। অনেক অব্যক্ত কথার মধ্য দিয়ে, সমস্ত ভাববস্তু বুঝে নিতে হয়।

উদ্দীপকে বর্ণিত সাহিত্যের নবীন শাখার বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। এতে সকল প্রকার বাহুল্য বর্জন করা হয়। এটাকে তুলনা করা হয়েছে এমন একটা ফুলের সাথে যেখানে কোন পাতা বা কাঁটা নেই। অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত পরিসরের মাধ্যমেই তার বিস্তার। ইংগিত পূর্ণ এই দিকটি আমরা খুঁজে পাই সাহিত্যের অন্যতম অঙ্গ ছোটগল্পের মধ্যে।

৪ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৪(ঘ)	৪	● ‘উপন্যাস’ ও ‘ছোটগল্প’র বৈশিষ্ট্য নিয়ে উদ্দীপক ও প্রবন্ধের আলোকে তুলনামূলক আলোচনা করতে পারলে । ● উপযুক্ত শব্দচয়ন, যথার্থ বাক্যগঠন এবং বানানের বিশুদ্ধতা থাকলে ।
	৩	● ‘ছোটগল্প’র বৈশিষ্ট্যসমূহ উদ্দীপক ও প্রবন্ধের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে ● উপযুক্ত শব্দচয়ন, যথার্থ বাক্যগঠন এবং বানানের বিশুদ্ধতা থাকলে ।
	২	● পাঠক সমাজে বহুল পঠিত ও জনপ্রিয় শাখা ‘উপন্যাস’ এর বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রবন্ধের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে ● মধ্যম মানের শব্দচয়ন এবং বাক্যগঠন করতে পারলে
	১	● পাঠক সমাজে বহুল পঠিত ও জনপ্রিয় শাখা যে ‘উপন্যাস’ শুধু তা নির্ণয় করতে পারলে ।
	০	● পাঠক সমাজে বহুল পঠিত ও জনপ্রিয় শাখা যে ‘উপন্যাস’ তা নির্ণয় করতে **না** পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে ।

৪ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

‘সাহিত্যের রূপ ও রীতি’ প্রবন্ধের বর্ণনায় পাঠক সমাজের বহুল পঠিত জনপ্রিয় শাখাটি হলো উপন্যাস ।
‘সাহিত্যের রূপ ও রীতি’ প্রবন্ধে আমরা দেখতে পাই- উপন্যাসের পরিসর যেমন বিস্তৃত, তেমনি পাত্র-পাত্রীর সংখ্যাও অধিক । ঔপন্যাসিকের দর্শন ও ঘটনার আবর্তন-বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এর কাহিনি পরিণতির দিকে ধাবিত হয় । তাই একে বড়গল্পও বলা যায় । এর শাখা কাহিনি বা উপকাহিনিও থাকতে পারে । উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য প্লট । এই প্লট বা আখ্যান মূর্ত হয়ে ওঠে গল্প ও তার ভেতরে উপস্থিত বিভিন্ন চরিত্রের সমন্বয়ে । এটি পাঠককে ধীরে ধীরে গভীরে নিয়ে যায় । ক্রমাগতভাবে এর পরের পরিস্থিতি জানার আগ্রহে পাঠক ব্যকুল হয়ে ডুবে যায় এর মাঝে । কোনো প্রকার অপূর্ণতা নয় বরং পরিপূর্ণ রূপেই এটি তৈরি করা হয় । ফলে পাঠককুলে পরিপূর্ণ রস আস্বাদনে সক্ষম হয় । অর্থাৎ উপন্যাসের পরিণতিতে পাঠকের কোনো জিজ্ঞাসা থাকে না ।

উদ্দীপকে বর্ণিত সাহিত্যের ইঙ্গিতপূর্ণ শাখা ছোটগল্পের ক্ষুদ্রপরিসর, আকস্মিকতা, দ্রুত সমাপ্তি, অব্যক্ত বক্তব্য যা পাঠক সমাজকে যথেষ্ট আনন্দ দিতে সক্ষম হলেও তারা অতৃপ্ত । কারণ এখানে অনেক বক্তব্য উহ্য থাকে যা বুঝে নিতে হয় । তাছাড়া এর পরিধিও খুব স্বল্প । ছোটগল্প জনপ্রিয়তার অধিকারী হলেও পাঠক সমাজকে পরিপূর্ণ তৃপ্তি দানে অক্ষম । তাই এর পরিসমাপ্তি প্রত্যেকে তার নিজের মতই দেখে । অপরদিকে উপন্যাস হলো সাহিত্যের সর্বাধিক জনপ্রিয় একটি শাখা । এর পাঠকও তেমনি অগণিত । অতৃপ্তি নয় বরং পরিপূর্ণ তৃপ্তি দানের কারণে ছোটগল্পের চেয়ে উপন্যাস অধিকতর জনপ্রিয় ।

৫ নং প্রশ্নের (ক) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৫(ক)	১	• সঠিক বানানে ‘ কৃষ্ণচন্দ্র রায়’ কথাটি লিখতে পারলে ।
	০	• সঠিক বানানে ‘ কৃষ্ণচন্দ্র রায়’ কথাটি লিখতে **না** পারলে ।

৫ নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের / নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভাকবি ছিলেন ।

৫ নং প্রশ্নের (খ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৫(খ)	২	• দেবী অন্নপূর্ণা যে কলহের কারণে হরিহোড়ের গৃহ ত্যাগ করেন তা কবিতার আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে । • উপযুক্ত শব্দচয়ন, যথার্থ বাক্যগঠন এবং বানানের বিশুদ্ধতা থাকলে ।
	১	• দেবী অন্নপূর্ণা যে কলহের কারণে হরিহোড়ের গৃহ ত্যাগ করেন তা শুধু নির্ণয় করতে পারলে । • মধ্যম মানের শব্দচয়ন এবং বাক্যগঠন করতে পারলে
	০	• দেবী অন্নপূর্ণা যে কলহের কারণে হরিহোড়ের গৃহ ত্যাগ করেন তা নির্ণয় করতে **না** পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে

৫ নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

কলহ / কোন্দল / ঝগড়া-ঝাঁটির কারণে দেবী অন্নপূর্ণা হরিহোড়ের গৃহ ত্যাগ করেন ।

‘আমার সন্তান’ কবিতায় কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর দেখিয়েছেন- দেবী অন্নপূর্ণা অপরূপ সুন্দরী এক নারীর ছদ্মবেশে হরিহোড়ের বাড়িতে আশ্রয় নেন । কিন্তু ছদ্মবেশী দেবীকে চিনতে না পেরে তাঁকে নিয়ে হরিহোড় ও তার স্ত্রীর মধ্যে কোন্দল শুরু হয় । একপর্যায়ে দেবী হরিহোড়ের বাড়ি ছেড়ে ভবানন্দ মজুমদারের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেন ।

৫ নং প্রশ্নের (গ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৫(গ)	৩	• ঈশ্বরী পাটুনী ও নবাবের পরার্থপরতার ঘটনা উদ্দীপক ও কবিতার আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে। • উপযুক্ত শব্দচয়ন, যথার্থ বাক্যগঠন এবং বানানের বিশুদ্ধতা থাকলে।
	২	• ঈশ্বরী পাটুনীর পরার্থপরতার ঘটনা কবিতার আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে। • উপযুক্ত শব্দচয়ন, যথার্থ বাক্যগঠন এবং বানানের বিশুদ্ধতা থাকলে।
	১	• উদ্দীপকে নবাবের প্রার্থনায় 'আমার সন্তান' কবিতার ঈশ্বরী পাটুনী চরিত্রের পরার্থপরতার দিকটি ফুটে উঠেছে শুধু তা নির্ণয় করতে পারলে।
	০	• উদ্দীপকে নবাবের প্রার্থনায় 'আমার সন্তান' কবিতার ঈশ্বরী পাটুনী চরিত্রের পরার্থপরতার দিকটি ফুটে উঠেছে তা নির্ণয় করতে **না** পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে

৫ নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

উদ্দীপকে নবাবের প্রার্থনায় 'আমার সন্তান' কবিতার ঈশ্বরী পাটুনী চরিত্রের মানসিকতা ফুটে উঠেছে।

'আমার সন্তান' কবিতায় দেখা যায় - দেবী অন্নদাকে না চিনেও ঈশ্বরী পাটুনী তাঁর সাথে বিনয়ী, ভদ্র ও কৃতজ্ঞতাপূর্ণ আচরণ করেন। এতে দেবী খুবই সন্তুষ্ট হন এবং পাটুনীকে যেকোনো বর চাইতে বলেন। তখন পাটুনী দেবীর কাছে চান- 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।' অর্থাৎ অভাবনীয় একটা সুযোগ পাওয়ার পরও নিজের কথা না ভেবে তার সন্তান তথা পরবর্তী প্রজন্ম যেন স্বচ্ছল থাকে সেটা কামনা করেছেন। এর মধ্য দিয়ে পাটুনীর আত্মস্বার্থ বিসর্জন / পরার্থপরতার পরিচয় পাওয়া যায়।

আলোচ্য উদ্দীপকেও একই ধরনের পরার্থপরতার পরিচয় পাওয়া যায় নবাব সিরাজ-উদ-দ্দৌলার মধ্যে। পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দি নবাবকে অন্ধকার কামরায় হত্যা করার জন্য যখন ঘাতক দরজা খুলেছিল তখন সিরাজ-উদ-দ্দৌলা প্রাণভয়ে ভীত হননি এবং প্রাণ ভিক্ষাও চাননি। বরং একফালি আলো দেখে প্রজার কল্যাণ কামনা করেছেন। নবাবের এ আচরণের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরী পাটুনীর পরার্থপরতা / অপরের কল্যাণ কামনার দিকটি ফুটে উঠেছে।

৫ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৫(ঘ)	৪	• চেতনাগত সাদৃশ্য থাকলেও উদ্দীপকের ভাব এবং 'আমার সন্তান' কবিতার প্রেক্ষাপট যে ভিন্ন তা উদ্দীপক ও কবিতার আলোকে যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করতে পারলে । • উপযুক্ত শব্দচয়ন, যথার্থ বাক্যগঠন এবং বানানের বিশুদ্ধতা থাকলে ।
	৩	• উদ্দীপকের নবাবের মধ্যে ঈশ্বরী পাটুনীর চেতনাগত সাদৃশ্যের দিকটি উদ্দীপক ও কবিতার আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে • উপযুক্ত শব্দচয়ন, যথার্থ বাক্যগঠন এবং বানানের বিশুদ্ধতা থাকলে ।
	২	• 'আমার সন্তান' কবিতার প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করতে পারলে • মধ্যম মানের শব্দচয়ন এবং বাক্যগঠন করতে পারলে
	১	• চেতনাগত সাদৃশ্য থাকলেও উদ্দীপকের ভাব এবং 'আমার সন্তান' কবিতার প্রেক্ষাপট যে ভিন্ন শুধু তা নির্ণয় করতে পারলে ।
	০	• চেতনাগত সাদৃশ্য থাকলেও উদ্দীপকের ভাব এবং 'আমার সন্তান' কবিতার প্রেক্ষাপট যে ভিন্ন শুধু তা নির্ণয় করতে **না** পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে ।

৫ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

চেতনাগত সাদৃশ্য থাকলেও উদ্দীপকের ভাব এবং 'আমার সন্তান' কবিতার প্রেক্ষাপট ভিন্ন- মন্তব্যটি যথার্থ। কারণ উদ্দীপকে কেবল আত্মস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে পরার্থপরতার চেতনা ফুটে উঠেছে। কিন্তু কবিতার প্রেক্ষাপট ভিন্ন।
কবিতায় দেখা যায়- দেবী অন্নদা কলহের কারণে অসন্তুষ্ট হয়ে হরিহোড়ের বাড়ি ছেড়ে ভবানন্দ মজুমদারের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেন। 'কূলবধূ'র ছদ্মবেশে খেয়া পার হতে আসা দেবী অন্নদার পরিচয় জিজ্ঞেস করেন ঈশ্বরী পাটুনী এবং পরিচয় না দিলে পার করতে পারবেন না বলেও জানান। স্বামীর নাম মুখে আনলে স্বামীর অকল্যাণ হবে বলে সেসময় কোনো নারী সাধারণত স্বামীর নাম ধরে ডাকতো না। পাটুনী দেবীর পরিচয় জানতে চাইলে তাই অন্নদা সরাসরি স্বামীর নাম মুখে না এনে বিশেষণের সাহায্যে বিশেষভাবে স্বামীর পরিচয় দিয়েছেন। বিশেষণের মাধ্যমে দেওয়া দেবী অন্নদার স্বামীর পরিচয় না বুঝতে পারলেও ঈশ্বরী পাটুনী দেবীকে নৌকায় উঠতে বলেন এবং তাঁর রাঙাচরণ রাখার জন্য কাঠের সেঁউতি এগিয়ে দেন। দেবীর পাদস্পর্শে সেঁউতি সোনা হয়ে গেলে বিচক্ষণ পাটুনী বুঝতে পারেন যে- 'এ ত মেয়ে মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয়'। পাটুনী দেবীকে না চিনলেও তাঁর (দেবীর) সাথে বিনয়,ভদ্রতা ও কৃতজ্ঞতাপূর্ণ আচরণ করেছেন। তাতে দেবী সন্তুষ্ট হন এবং পুরস্কার স্বরূপ পাটুনীকে যেকোনো বর চাইতে বলেন। সেসময় দেবীর কাছে পাটুনী চাইলেন- "আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে"। অর্থাৎ এতবড় একটা সুযোগ পাওয়ার পরও পাটুনী নিজের স্বার্থের জন্য কিছু না চেয়ে তার সন্তান তথা অপরের জন্য চাইলেন।

উদ্দীপকেও একই ধরনের পরার্থপরতার পরিচয় দিয়েছেন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা। ঘাতকের হাত থেকে বাঁচার জন্য তিনি প্রাণ ভিক্ষা চাননি। বরং একফালি আলো দেখে প্রজার কল্যাণ কামনা করেছেন।

উদ্দীপকের সাথে 'আমার সন্তান' কবিতার এই চেতনাগত দিকটিই সাদৃশ্যপূর্ণ, কবিতার প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন।

৬ নং প্রশ্নের (ক) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৬(ক)	১	• সঠিক বানানে 'বিদগ্ধ' কথাটি লিখতে পারলে।
	০	• সঠিক বানানে 'বিদগ্ধ' কথাটি লিখতে **না** পারলে।

৬ নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

বৃষ্টি কবিতায় বিদগ্ধ আকাশের কথা বলা হয়েছে।

৬ নং প্রশ্নের (খ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৬(খ)	২	• বিদ্যুৎ চমকানোকে কেন 'বিদ্যুৎ রূপসী পরী' বলা হয়েছে তা কবিতার আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে। • উপযুক্ত শব্দচয়ন, যথার্থ বাক্যগঠন এবং বানানের বিশুদ্ধতা থাকলে।
	১	• 'বিদ্যুৎ রূপসী পরী' বলতে যে বিদ্যুৎ চমকানোকে বোঝানো হয়েছে শুধু তা নির্ণয় করতে পারলে। • মধ্যম মানের শব্দচয়ন এবং বাক্যগঠন করতে পারলে।
	০	• 'বিদ্যুৎ রূপসী পরী' বলতে যে বিদ্যুৎ চমকানোকে বোঝানো হয়েছে তা নির্ণয় করতে **না** পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে

৬ নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

বিদ্যুৎ রূপসী পরী বলতে বিদ্যুৎ চমকানোকে বোঝানো হয়েছে।

কবি ফররুখ আহমদ 'বৃষ্টি' কবিতায় দেখিয়েছেন- গ্রীষ্মের প্রচ- দাবদাহে প্রকৃতি ও জনজীবন অতিষ্ঠ। বিদগ্ধ আকাশ, রৌদ্র দগ্ধ ধানক্ষেত, রুক্ষ মাঠ, তৃষিত বন এরা সবাই বৃষ্টির জন্য অধীর প্রতীক্ষায় রত। এমন সময় আকাশ ছেয়ে যায় ঘন কালো মেঘে। মেঘে মেঘে ঘর্ষণের ফলে বিদ্যুৎ চমকায়। কবি লোকজ ধারণা অনুযায়ী বিদ্যুৎ চমকানোকে সুন্দরী পরীর সাথে তুলনা করেছেন। যে পরী মেঘে মেঘে ঘুরে বেড়ায়। বিদ্যুৎ রূপসী পরী বলতে 'বৃষ্টি' কবিতায় এই বিদ্যুৎ চমকানোর বোঝানো হয়েছে।

৬ নং প্রশ্নের (গ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৬(গ)	৩	• বৃষ্টির ফলে যে প্রকৃতিতে প্রাণের স্পন্দন জাগে তা উদ্দীপক ও 'বৃষ্টি' কবিতার আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে। • উপযুক্ত শব্দচয়ন, যথার্থ বাক্যগঠন এবং বানানের বিশুদ্ধতা থাকলে।
	২	• বৃষ্টির ফলে প্রকৃতিতে প্রাণের স্পন্দন জাগে তা 'বৃষ্টি' কবিতার আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে। • উপযুক্ত শব্দচয়ন, যথার্থ বাক্যগঠন এবং বানানের বিশুদ্ধতা থাকলে।
	১	• বৃষ্টির ফলে প্রকৃতিতে প্রাণের স্পন্দন জাগে- 'বৃষ্টি' কবিতার এ দিকটি যে উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে তা শুধু নির্ণয় করতে পারলে। •
	০	• বৃষ্টির ফলে প্রকৃতিতে প্রাণের স্পন্দন জাগে- 'বৃষ্টি' কবিতার এ দিকটি যে উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে তা নির্ণয় করতে **না** পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে

৬ নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

উদ্দীপকে 'বৃষ্টি' কবিতার অঝোর ধারায় বৃষ্টি পড়ার / বৃষ্টির ফলে প্রকৃতিতে প্রাণের স্পন্দন জাগার / প্রকৃতিতে বৃষ্টির প্রভাব এর দিকটি ফুটে উঠেছে।

'বৃষ্টি' কবিতায় দেখা যায়- গ্রীষ্মের দাবদাহে অতিষ্ট প্রকৃতি ও জনজীবন বৃষ্টির স্পর্শ পেতে চায়। এক সময় বহু প্রতীক্ষিত বৃষ্টি নামে পদ্মা-মেঘনার দুপাশে, আবাদী গামে। বৃষ্টির স্পর্শ পেয়ে অরণ্যের কেয়া শিহরিত হয়, নদীর ফাটলে বন্যা আনে পূর্ণ প্রাণের জোয়ার। রৌদ্র-দগ্ধ ধানক্ষেত বৃষ্টির স্পর্শ পেতে চায়। এককথায় বৃষ্টির ফলে প্রকৃতিতে প্রাণের স্পন্দন জাগে।

আলোচ্য উদ্দীপকেও দেখা যায়- ঘন কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে গেছে। কেয়াবন পথে অঝোর ধারায় বৃষ্টি পড়ছে। নির্জন-নিরিবিলি পরিবেশে বৃষ্টির স্পর্শ পেয়ে কদম ফুলের অস্ফূট কলি ফুটতে শুরু করেছে । এক পর্যায়ে গ্রাম্য কোনো মেয়ের হেসে কুটি কুটি হবার মতো করে সম্পূর্ণ প্রস্ফূটিত হয় কদম ফুল। বৃষ্টির ছোঁয়ায় সম্পূর্ণ ফোটার পর এক সময় কদম ফুলের রেণুগুলো খসে পড়তে থাকে মাটিতে। উদ্দীপকের এ দৃশ্যে বৃষ্টির স্পর্শে প্রকৃতিতে প্রাণের স্পন্দন জাগার দিকটি ফূটে উঠেছে।

৬ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৬(ঘ)	৪	• বৃষ্টির ফলে প্রকৃতিতে প্রাণের স্পন্দন জাগে- উদ্দীপকের এদিকটি ছাড়া কবিতাতে যে আরও অনেকগুলো দিক আছে তা উদ্দীপক ও কবিতার আলোকে যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করতে পারলে। • উপযুক্ত শব্দচয়ন, যথার্থ বাক্যগঠন এবং বানানের বিশুদ্ধতা থাকলে।
	৩	• বৃষ্টির ফলে প্রকৃতিতে প্রাণের স্পন্দন জাগে তা উদ্দীপক ও কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ করতে পারলে। • উপযুক্ত শব্দচয়ন, যথার্থ বাক্যগঠন এবং বানানের বিশুদ্ধতা থাকলে।
	২	• 'বৃষ্টি' কবিতার অন্যান্য দিকগুলো (গ্রীষ্মের দাবদাহ, বিদ্যুৎ চমকানোর অপরূপ সৌন্দর্য, বৃষ্টির নান্দনিকতা, মানবমনে বৃষ্টির প্রভাব) কবিতার আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে। • মধ্যম মানের শব্দচয়ন এবং বাক্যগঠন করতে পারলে
	১	• উদ্দীপকটি 'বৃষ্টি' কবিতার একমাত্র উপজীব্য নয়- এ মন্তব্যটি যে যথার্থ তা শুধু নির্ণয় করতে পারলে।
	০	• উদ্দীপকটি 'বৃষ্টি' কবিতার একমাত্র উপজীব্য নয়- এ মন্তব্যটি যে যথার্থ তা নির্ণয় করতে **না** পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে।

৬ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

উদ্দীপকটি 'বৃষ্টি' কবিতার একমাত্র উপজীব্য নয়- মন্তব্যটি যথার্থ। কারণ উদ্দীপকে কেবল বৃষ্টি পড়ার দৃশ্য / বৃষ্টির ফলে প্রকৃতিতে প্রাণের স্পন্দন জাগার দিকটি ফুটে উঠেছে। 'বৃষ্টি' কবিতার অন্যান্য দিক এখানে অনুপস্থিত।

'বৃষ্টি' কবিতায় দেখা যায়- গ্রীষ্মের প্রচ- দাবদাহ। রৌদ্র তাপে দগ্ধ হচ্ছে ধানক্ষেত, নীল আকাশ। রুক্ষ মাঠ, আসমান রুগ্ণ বৃদ্ধ ভিখারীর রগ-ওঠা হাতের মতোন হয়ে গেছে। তৃষিত দশা বনের ও তৃষাতপ্ত দশা মানুষের মনের। হঠাৎ একসময় আকাশ জুড়ে ঘন কালো মেঘ করে। মেঘে মেঘে ঘর্ষণের ফলে বিদ্যুৎ চমকানোকে কবি রূপসী পরীর সাথে তুলনা করেছেন। এরপর নামে বহু প্রতীক্ষিত বৃষ্টি। যে বৃষ্টির স্পর্শে প্রকৃতিতে প্রাণের স্পন্দন জাগে, অরণ্যের কেয়া শিহরিত হয়, নদীর ফাটলে বন্যা আনে পূর্ণ প্রাণের জোয়ার। বৃষ্টি যে শুধু প্রকৃতিকেই প্রাণবন্ত করে তোলে তা নয়, বৃষ্টির দিনে মানব মন উদাসী হয়ে যায়। অতীতচারী হয়ে মানুষ স্মৃতিচারণ করতে থাকে সুখের-দুখের-আনন্দের-বেদনার। কত বিচিত্র স্মৃতি তার অতীতে। বৃষ্টির দিনে মানুষ বিস্মৃত অতীত হাতড়ে বেড়ায়।

আলোচ্য উদ্দীপকে দেখানো হয়েছে আঝোর ধারায় বৃষ্টি পড়ছে, আর যে বৃষ্টির স্পর্শে বনে বনে কদম ফুল ফুটছে। এক পর্যায় প্রস্ফুটিত কদম ফুলের রেণুগুলো বৃষ্টির স্পর্শে খসে খসে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে।

কিন্তু 'বৃষ্টি' কবিতার সাথে উদ্দীপকের কেবল বৃষ্টির স্পর্শে প্রকৃতিতে প্রাণের স্পন্দন জাগানোর দিকটিরই সাদৃশ্য রয়েছে। এছাড়া 'বৃষ্টি' কবিতার অন্যান্য দিক যেমন- গ্রীষ্মের দাবদাহ, বিদ্যুৎ চমকানোর অপরূপ সৌন্দর্য, বৃষ্টির নান্দনিকতা, মানবমনে বৃষ্টির প্রভাব এ দিকগুলো উদ্দীপকে ফুটে উঠেনি। সুতরাং উদ্দীপকের দিকটিই 'বৃষ্টি' কবিতার একমাত্র উপজীব্য নয়।

৭ নং প্রশ্নের (ক) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৭(ক)	১	• সঠিক বানানে ‘মোল্লা’ কথাটি লিখতে পারলে ।
	০	• সঠিক বানানে ‘মোল্লা’ কথাটি লিখতে **না** পারলে ।

৭ নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

মোল্লা / মোল্লা সাহেব গোস্ত রুটি নিয়ে মসজিদে তালা দিলো ।

৭ নং প্রশ্নের (খ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৭(খ)	২	• ভজনালয়ের সব তালা দেওয়া দ্বার ভেঙ্গে ফেলা বলতে মোল্লা-পুরুতের মতো ধর্ম ব্যবসায়ীদের মূলোৎপাটনকে বোঝানো হয়েছে তা কবিতার আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে । • উপযুক্ত শব্দচয়ন, যথার্থ বাক্যগঠন এবং বানানের বিশুদ্ধতা থাকলে ।
	১	• ভজনালয়ের সব তালা দেওয়া দ্বার ভেঙ্গে ফেলা বলতে মোল্লা-পুরুতের মতো ধর্ম ব্যবসায়ীদের মূলোৎপাটনকে বোঝানো হয়েছে শুধু তা নির্ণয় করতে পারলে । • মধ্যম মানের শব্দচয়ন এবং বাক্যগঠন করতে পারলে ।
	০	• ভজনালয়ের সব তালা দেওয়া দ্বার ভেঙ্গে ফেলা বলতে মোল্লা-পুরুতের মতো ধর্ম ব্যবসায়ীদের মূলোৎপাটনকে বোঝানো হয়েছে তা নির্ণয় করতে **না** পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে ।

৭ নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

কবি ভজনালয়ের সব তালা দেওয়া দ্বার ভেঙ্গে ফেলতে বলেছেন কারণ মোল্লা-পুরুতের মতো ভ- ধর্ম ব্যবসায়ীরা সেগুলো দখল করে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করছে ।

কাজী নজরুল ইসলাম ‘মানুষ’ কবিতায় দেখিয়েছেন- জীর্ণ-শীর্ণ ক্ষুধার্ত এক পথিক মন্দিরে পূজারির কাছে খাবার চাইলে সে পূজারি সহসা মন্দিরের দরজা বন্ধ করে দেয় । অন্যদিকে সাতদিন ধরে অভুক্ত এক মুসাফির মসজিদের মোল্লার কাছে খাবার চাইলে নামাজ না পড়ার অযুহাতে মোল্লা তাকে মসজিদ থেকে বিতাড়িত করে । ধর্মের রক্ষক হয়েও ধর্মীয় অনুশাসন না মেনে তারা উভয়েই অসহায় নিরন্ন মানুষকে খাবার না দিয়ে তাড়িয়ে দেয় । ধর্মশালাগুলোতে এ ধরণের অধার্মিক কর্মকা-র জন্য কবি ভজনালয়ের সব তালা দেওয়া দ্বার ভেঙ্গে ফেলতে বলেছেন । অর্থাৎ ধর্ম ব্যবসায়ীদের মূলোৎপাটন করতে বলেছেন ।

৭ নং প্রশ্নের (গ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৭(গ)	৩	• উদ্দীপকের লালন ফকিরের আদর্শের সঙ্গে মোল্লা-পুরুতের আদর্শগত পার্থক্য যে সাম্যবাদিতায় তা উদ্দীপক ও 'মানুষ' কবিতার আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে। • উপযুক্ত শব্দচয়ন, যথার্থ বাক্যগঠন এবং বানানের বিশুদ্ধতা থাকলে।
	২	• সাম্যবাদিতার দিকটি 'মানুষ' কবিতার আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে। • উপযুক্ত শব্দচয়ন, যথার্থ বাক্যগঠন এবং বানানের বিশুদ্ধতা থাকলে।
	১	• উদ্দীপকের লালন ফকিরের আদর্শের সঙ্গে মোল্লা-পুরুতের আদর্শগত পার্থক্য যে সাম্যবাদিতায় শুধু তা নির্ণয় করতে পারলে।
	০	• উদ্দীপকের লালন ফকিরের আদর্শের সঙ্গে মোল্লা-পুরুতের আদর্শগত পার্থক্য যে সাম্যবাদিতায় তা নির্ণয় করতে **না** পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে

৭ নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

উদ্দীপকের লালন ফকিরের আদর্শের সঙ্গে মোল্লা-পুরুতের আদর্শগত পার্থক্য হলো- সাম্যবাদিতায় / মানবিকতায় / মনুষ্যত্বে/ মানুষের শ্রেষ্ঠত্বে।

'মানুষ' কবিতায় দেখা যায়- সকল প্রজাতির মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠতম প্রজাতি হলেও কিছু মানুষ আছেন যারা ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতে ধর্মের নামে অর্ধম করতেও দ্বিধা করেন না। এরকমই দুটো অধর্মের কাহিনি তুলে ধরেছেন আলোচ্য 'মানুষ' কবিতায়। জীর্ণ-শীর্ণ পথিক খাবার না পেয়ে পুজারীর দ্বারা মন্দির থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়। ভয়ঙ্কর ক্ষুধার যন্ত্রণা নিয়ে রাস্তায় চলতে চলতে সৃষ্টিকর্তার কাছে সে নালিশ জানায়, "ঐ মন্দির পুজারীর হায়, দেবতা তোমার নয়।" একই ভাবে, অঢেল গোস্তরুটি মসজিদে থাকা সত্ত্বেও মোল্লা সাহেব সাত দিন ধরে অভুক্ত থাকা মুসাফিরকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে তাড়িয়ে দেয়। সেই মুসাফির রাস্তায় চলতে চলতে স্রষ্টার নিকট তার ফরিয়াদ জানায়। এখানে মোল্লা-পুরুতের আদর্শ হলো স্বার্থপরতা, অমানবিকতা। ধর্মের রক্ষক হয়েও তারা ব্যক্তিস্বার্থে অমানবিক কাজ করেছে, মানুষে মানুষে বৈষম্য ভেদাভেদ করেছে।

কিন্তু আলোচ্য উদ্দীপকে দেখা যায়- মরমী সাধক লালন ফকিরের আদর্শ হলো, ভেদ-বৈষম্যহীন আদর্শ মানবসমাজ গড়ে তোলা। যেখানে মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ-বৈষম্য থাকবে না। মানুষ মানুষকে ভালোবাসবে, মানুষের অধিকার দেবে। আর এজন্য লালন তাঁর গানের মাধ্যমে আর্ত মানবতার সেবার পাশাপাশি বৈষম্যহীন, মানবিক এক সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালিয়েছেন। এদিক থেকেই উদ্দীপকের লালন ফকিরের সাথে মোল্লা-পুরুতের আদর্শগত পার্থক্য।

৭ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৭(ঘ)	৪	• 'উদ্দীপকে প্রতিফলিত রূপই 'মানুষ' কবিতার মর্মকথা' অর্থাৎ সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠাই যে মূল উদ্দেশ্য তা উদ্দীপক ও কবিতার আলোকে যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করতে পারলে । • উপযুক্ত শব্দচয়ন, যথার্থ বাক্যগঠন এবং বানানের বিশুদ্ধতা থাকলে ।
	৩	• সাম্যবাদিতার রূপটি উদ্দীপক ও 'মানুষ' কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ করতে পারলে । • উপযুক্ত শব্দচয়ন, যথার্থ বাক্যগঠন এবং বানানের বিশুদ্ধতা থাকলে ।
	২	• মোল্লা-পুরুতের অমানবিকতার ঘটনা দুটি উল্লেখপূর্বক কবির প্রত্যাশার বিষয়টি 'মানুষ' কবিতার আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে । • মধ্যম মানের শব্দচয়ন এবং বাক্যগঠন করতে পারলে
	১	'উদ্দীপকে প্রতিফলিত রূপই মানুষ কবিতার মর্মকথা'- এ মন্তব্যটি যে যথার্থ, শুধু তা নির্ণয় করতে পারলে ।
	০	• 'উদ্দীপকে প্রতিফলিত রূপই মানুষ কবিতার মর্মকথা'- এ মন্তব্যটি যে যথার্থ, তা নির্ণয় করতে **না** পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে ।

৭ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

'উদ্দীপকে প্রতিফলিত রূপই মানুষ কবিতার মর্মকথা'- মন্তব্যটি যথার্থ, কারণ কবি কাজী নজরুল ইসলাম 'মানুষ' কবিতায় মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের জয়গান গেয়েছেন, সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালিয়েছেন এবং উদ্দীপকেও লালন ফকির ভেদ-বৈষম্যহীন এক আদর্শ মানব সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন ।

'মানুষ' কবিতায় কবি মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের জয়গান গেয়েছেন । সৃষ্টিজগতের সকল প্রজাতির মধ্যে মানুষই যে শ্রেষ্ঠ কবি নির্দ্বিধায় সেই সত্য তুলে ধরেছেন । একই সাথে তিনি মানুষের সম অধিকারের কথা তুলে ধরেছেন । কবি দেখিয়েছেন যে, জগৎ জুড়ে এক জাতি আছে সেই জাতির নাম মানুষ জাতি । অর্থাৎ দেশ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ ইত্যাদির সকল কিছুর উর্ধ্বে মানুষ । গোটা বিশ্বের সকল মানুষ এক মন্ত্রে উজ্জীবিত, আর তা হলো সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই । এ সত্য প্রমাণের জন্য কবি দুটি ঘটনার অবতারণা করেছেন । প্রথম ঘটনায় সাত দিনের অভুক্ত ভুখারীকে খাবার না দিয়ে মন্দিরের দরজা বন্ধ করে দেয় পুরোহিত এবং দ্বিতীয় ঘটনায়ও সাত দিনের অভুক্ত মুসাফিরকে গোস্ত-রুটি না দিয়ে বরং গালিগালাজ করে মসজিদ থেকে বের করে দেয় মোল্লা সাহেব । ধর্মের নামে এধরনের অধর্ম এবং মানুষে মানুষে ভেদ-বৈষম্য দূর করার জন্য কবি কালাপাহাড়, চেঙ্গিস খান এবং গজনী মামুদের মতো ব্যক্তিবর্গকে আহ্বান জানিয়েছেন । ধর্মব্যবসায়ীদের মূলোৎপাটন করতে ভ-দের সব ভজনালয় ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিতে বলেছেন । এমনিভাবে কবি 'মানুষ' কবিতায় সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন ।

আলোচ্য উদ্দীপকেও দেখা যায়- মরমী সাধক লালন ফকির ভেদ-বৈষম্য আদর্শ মানবসমাজ গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন । যেখানে মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ-বৈষম্য থাকবে না । মানুষ মানুষকে ভালোবাসবে, মানুষের অধিকার দেবে । আর এজন্য লালন ফকির বেছে নিয়েছেন গানকে । গানের মাধ্যমে তিনি আর্ত মানবতার সেবার পাশাপাশি বৈষম্যহীন, মানবিক এক সমাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালিয়েছেন । তাই বলা যায়- 'উদ্দীপকের প্রতিফলিত রূপই মানুষ কবিতার মর্মকথা' ।

৮ নং প্রশ্নের (ক) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৮(ক)	১	• সঠিক বানানে ' বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ' কথাটি লিখতে পারলে ।
	০	• সঠিক বানানে ' বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ' কথাটি লিখতে **না** পারলে ।

৮ নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিকের নাম বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ।

৮ নং প্রশ্নের (খ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৮(খ)	২	• স্বদেশপ্রেমে উজ্জীবিত হয়ে পাকবাহিনীর বাঙ্কারে মাইন পোঁতার জন্য বুধা মাটি কাটার দলে যোগ দিয়েছিল- এ বিষয়টি উপন্যাসের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে । • উপযুক্ত শব্দচয়ন, যথার্থ বাক্যগঠন এবং বানানের বিশুদ্ধতা থাকলে ।
	১	• স্বদেশপ্রেমে উজ্জীবিত হয়ে পাকবাহিনীর বাঙ্কারে মাইন পোঁতার জন্য বুধা মাটি কাটার দলে যোগ দিয়েছিল- শুধু এ বিষয়টি উল্লেখ করতে পারলে । • মধ্যম মানের শব্দচয়ন এবং বাক্যগঠন করতে পারলে ।
	০	• স্বদেশপ্রেমে উজ্জীবিত হয়ে পাকবাহিনীর বাঙ্কারে মাইন পোঁতার জন্য বুধা মাটি কাটার দলে যোগ দিয়েছিল- এ বিষয়টি উল্লেখ করতে **না** পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে ।

৮ নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

পাকবাহিনীর বাঙ্কারে মাইন পোঁতার জন্য/ দেশপ্রেমের কারণে / দেশকে স্বাধীন করার জন্য বুধা মাটি কাটার দলে যোগদান করে ।
'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে দেখা যায়- স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলে পাকিস্তানি বাহিনী গ্রাম-গঞ্জেও পৌঁছে যায় । নির্বিচারে গণহত্যা, অগ্নিসংযোগ ও ধ্বংসযজ্ঞ চালায় । বুধার গ্রামেও একদিন ধ্বংসলীলা শুরু হলে কিশোর বুধার মধ্যে ভীষণ প্রতিশোধপরায়ণ মানসিকতা তৈরি হয় । তাই বুধা তার গ্রামবাসী প্রিয় মানুষদের হত্যার প্রতিশোধ নিতে শাহাবুদ্দিন, মিঠু ও আলীর পরামর্শে পাকবাহিনীর বাঙ্কারে মাইন পোঁতার মাধ্যমে শত্রুসেনাদের হত্যার উদ্যোগ নেয় । বুধা তার অসীম দেশপ্রেমের কারণেই মাটি কাটার দলে যোগ দেয় ।

৮ নং প্রশ্নের (গ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৮(গ)	৩	• হত্যাযজ্ঞের ভয়ে প্রাণ বাঁচাতে পালিয়ে যাওয়ার দিকটি উদ্দীপক ও উপন্যাসের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে। • উপযুক্ত শব্দচয়ন, যথার্থ বাক্যগঠন এবং বানানের বিশুদ্ধতা থাকলে।
	২	• পাকবাহিনীর হত্যাযজ্ঞের ভয়ে প্রাণ বাঁচাতে পাশের দেশে পালিয়ে যাওয়ার দিকটি উপন্যাসের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে। • উপযুক্ত শব্দচয়ন, যথার্থ বাক্যগঠন এবং বানানের বিশুদ্ধতা থাকলে।
	১	উদ্দীপকে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের পাকবাহিনীর হত্যাযজ্ঞের ভয়ে প্রাণ বাঁচাতে পাশের দেশে পালিয়ে যাওয়ার দিকটি ফুটে উঠেছে শুধু এটা নির্ণয় করতে পারলে।
	০	• উদ্দীপকে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের পাকবাহিনীর হত্যাযজ্ঞের ভয়ে প্রাণ বাঁচাতে পাশের দেশে পালিয়ে যাওয়ার দিকটি ফুটে উঠেছে এটা নির্ণয় করতে **না** পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে

৮ নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

উদ্দীপকে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের পাকবাহিনীর গণহত্যার দিকটি / পাকবাহিনীর হত্যাযজ্ঞের ভয়ে প্রাণ বাঁচাতে পাশের দেশে পালিয়ে যাওয়ার দিকটি ফুটে উঠেছে।
'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে দেখা যায়- ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী এদেশের মানুষ হত্যার আনন্দে মেতে ওঠে। জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয় বুধার গ্রাম ও বাজার। পাকবাহিনী দখল করে নেয় তার গ্রামের স্কুল ঘরটিও। প্রাণভয়ে হরিকাকু, কাকিমা, নোলক বুয়া, রানি এরা সহ বুধার গ্রামের অনেকেই পালিয়ে যায়।

উদ্দীপকে রোহিঙ্গাদের ওপর নির্যাতনের করুণ চিত্র ফুটে ওঠেছে। মিয়ানমারের সরকারি বাহিনী রোহিঙ্গাদের হত্যা করে, বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয় এবং দেশ ত্যাগে বাধ্য করে। প্রাণভয়ে তাদের বিপুল অংশ আশ্রয় নেয় বাংলাদেশে। সুতরাং উদ্দীপকে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধাদের গ্রামে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক গণহত্যা, অগ্নি সংযোগসহ এদেশের গণমানুষকে বাস্তুভিটা থেকে উৎখাত করার দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

৮ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৮(ঘ)	৪	• ঘটনাগত সাদৃশ্য থাকলেও উদ্দীপকের বিষয় ও 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বিষয় কোন কোন দিক থেকে ভিন্ন তা উদ্দীপক ও উপন্যাসের আলোকে যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করতে পারলে । • উপযুক্ত শব্দচয়ন, যথার্থ বাক্যগঠন এবং বানানের বিশুদ্ধতা থাকলে ।
	৩	• ঘটনাগত সাদৃশ্যের দিকটি অর্থাৎ শাসকগোষ্ঠীর নৃশংসতার দিকটি উদ্দীপক ও উপন্যাসের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে । • উপযুক্ত শব্দচয়ন, যথার্থ বাক্যগঠন এবং বানানের বিশুদ্ধতা থাকলে ।
	২	• 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বিষয় ব্যাখ্যা করতে পারলে । • মধ্যম মানের শব্দচয়ন এবং বাক্যগঠন করতে পারলে
	১	• ঘটনাগত সাদৃশ্য থাকলেও উদ্দীপকের বিষয় ও 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্পর্ণ ভিন্ন শুধু তা নির্ণয় করতে পারলে ।
	০	• ঘটনাগত সাদৃশ্য থাকলেও উদ্দীপকের বিষয় ও 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্পর্ণ ভিন্ন তা নির্ণয় করতে **না** পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে ।

৮ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

ঘটনাগত সাদৃশ্য থাকলেও উদ্দীপকের বিষয় ও 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্পর্ণ ভিন্ন । মন্তব্যটি যথার্থ ।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে দেখা যায়- পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এ দেশের মানুষকে পরাধীন করে রাখার অভিপ্রায়ে হত্যা, অগ্নিসংযোগসহ নানাবিধ ধ্বংসযজ্ঞ চালায় । বুধার গ্রামে ব্যাপক হত্যা ও অগ্নিসংযোগ করে । বাজারটিও পুড়িয়ে দেয়, দখল করে নেয় স্কুল ঘরটি । এ সময় গ্রাম ছেড়ে যেতে বাধ্য হয় বুধার প্রিয় মানুষ- হরিকাকু, নোলক বুয়াসহ আরো অনেকে । কিন্তু এতকিছু সত্যেও প্রতিরোধের দেয়াল তুলতে ঘুরে দাঁড়ায় বুধা, আলী, মিঠু, শাহাবুদ্দিনের মতো নির্ভীক কিছু মানুষ । প্রতিশোধ স্পৃহায় গর্জে ওঠা এই মানুষগুলোর পরিকল্পিত আক্রমণে পাকিস্তানি সেনাদের ভিত কেঁপে ওঠে । কৌশলে তাদের বাঙ্কারে মাইন পুঁতে হত্যা করে পাকিস্তানি সেনাদের, পাকিস্তানিদের দোসর রাজাকার কমান্ডার আহাদ মুন্সির বাড়িতেও অগ্নিসংযোগ করে প্রতিশোধ নেয় । এমনিভাবে দেশাত্মবোধে উজ্জীবিত হয়ে নিজেদের জীবন বাজি রেখে স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে গেছে বুধারা ।

অন্যদিকে নির্যাতনের দিক থেকে সাদৃশ্য থাকলেও উদ্দীপকের রোহিঙ্গারা কোনোরূপ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি বা প্রতিশোধ নিতে সক্ষম হয়নি । প্রাণ রক্ষার্থে তারা বাংলাদেশে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে ।

কিন্তু 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের কিছু মানুষ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হয় । তাদের চোখে মুখে প্রতিশোধের স্ফুলিঙ্গ জ্বালিয়ে ঝাপিয়ে পড়ে স্বাধীনতা যুদ্ধ । তাছাড়া উপন্যাসে বুধা নামের কিশোর বালকটির স্বজন হারানোর বেদনা, ছন্নছাড়া জীবন, ক্ষুধা-দারিদ্র্য, আবহমান বাংলার জীবন ও প্রকৃতি এসব দিক উদ্দীপকে ফুটে উঠেনি । তাই নির্যাতনের দিক থেকে সাদৃশ্য থাকলেও প্রতিরোধ ও প্রতিশোধ গ্রহণের মানসিকতায় ভিন্নতা বিদ্যমান ।

৯ নং প্রশ্নের (ক) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৯(ক)	১	• সঠিক বানানে ‘ মুক্তিযুদ্ধ ’ কথাটি লিখতে পারলে ।
	০	• সঠিক বানানে ‘ মুক্তিযুদ্ধ ’ কথাটি লিখতে **না** পারলে ।

৯ নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

শাহাবুদ্দিনের দৃষ্টিতে বুধা বুকের ভেতর মুক্তিযুদ্ধকে ধরে রেখেছে ।

৯ নং প্রশ্নের (খ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৯(খ)	২	• বুধার মুখে তার রোজগার করার কথা শুনে চাচির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠে- একথাটি উপন্যাসের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে । • উপযুক্ত শব্দচয়ন, যথার্থ বাক্যগঠন এবং বানানের বিশুদ্ধতা থাকলে ।
	১	• বুধার মুখে তার রোজগার করার কথা শুনে চাচির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠে- শুধু একথাটি উল্লেখ করতে পারলে । • মধ্যম মানের শব্দচয়ন এবং বাক্যগঠন করতে পারলে ।
	০	• বুধার মুখে তার রোজগার করার কথা শুনে চাচির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠে- একথাটি উল্লেখ করতে **না** পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে ।

৯ নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

বুধার মুখে তার রোজগার / কামাই করার কথা শুনে চাচির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠে ।

এক রাতে বাবা-মা, ভাই-বোনকে হারিয়ে বুধা চাচির সংসারে আশ্রয় নেয় । নিরুপায় দরিদ্র চাচি তাকে বোঝা মনে করে এবং তার ভার বহনে অক্ষমতা প্রকাশ করে । চাচি রোজ রোজ কেবল ভাত গেলার খোটা দেয় বুধাকে । বুধার অনেকগুলো ভাই-বোনের লালন-পালনে চাচার অক্ষমতার কথা জানিয়ে তাকে নিজে রোজগার করার কথা বলে চাচি । বুধা যখন বলে ‘আমি কামাই করব’ তখন চাচির মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে । চাচি যেন বোঝা থেকে মুক্তির আনন্দ লাভ করে ।

৯ নং প্রশ্নের (গ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
৯(গ)	৩	• মুর্দাফকির ও বুধার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ উদ্দীপক ও উপন্যাসের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে। • উপযুক্ত শব্দচয়ন, যথার্থ বাক্যগঠন এবং বানানের বিশুদ্ধতা থাকলে।
	২	• বুধার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ উপন্যাসের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে। • উপযুক্ত শব্দচয়ন, যথার্থ বাক্যগঠন এবং বানানের বিশুদ্ধতা থাকলে।
	১	• উদ্দীপকের মুর্দাফকির 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ শুধু এটা নির্ণয় করতে পারলে।
	০	• উদ্দীপকের মুর্দাফকির 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ এটা নির্ণয় করতে **না** পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে

৯ নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

উদ্দীপকের মুর্দাফকির 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে দেখা যায়- একরাতে কলেরায় মারা যায় বুধার বাবা-মা, ভাই-বোন। তার চোখের সামনে এক এক করে ঝরে যায় সবগুলো তাজা প্রাণ। বুধা অসহায়ের মতো সে দৃশ্য অবলোকন করেছে সে রাতে, তার কিছুই করার ছিল না। স্বজন হারানোর শোকে স্তব্ধ পাথরের মতো হয়ে যায় বুধা। সেই থেকে বুধা একা, নিরাশ্রয়, নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করে। ছন্নছাড়া বুধা কাকতাড়ুয়া সেজে অদ্ভুত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকে। তার গ্রামের বাজারটিই ছিল প্রিয় স্থান। বুধার নানা রকম অদ্ভুত কাজের জন্য গ্রামের মানুষ তাকে পাগল ভাবত।

অপরদিকে উদ্দীপকে মুর্দাফকির একজন স্কুল শিক্ষক। দুর্ভিক্ষে তার চোখের সামনে স্ত্রী, পুত্র, কন্যারা অনাহারে মৃত্যুবরণ করেছে। অসহায়ের মতো তাকিয়ে দেখা ছাড়া তারও কিছুই করার ছিল না। লাশগুলোকে মুর্দা ফকির কবর পর্যন্ত দিতে পারেনি। তার চোখের সামনে শেয়াল-শকুনে টেনে হিচড়ে খেয়েছে। এই ঘটনার পর থেকে মুর্দাফকির পাগল হয়ে যায়। এদিক থেকে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা চরিত্রের সাথে উদ্দীপকের মুর্দাফকির চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে।

৯ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৯(ঘ)	৪	• স্বজন হারানোর শোকে স্তব্ধ হওয়া ছাড়া অন্যান্য যেসব দিক থেকে বুধা ও মুর্দাফকিরকে একসূত্রে গাঁথা যায় না তা উদ্দীপক ও উপন্যাসের আলোকে যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করতে পারলে। • উপযুক্ত শব্দচয়ন, যথার্থ বাক্যগঠন এবং বানানের বিশুদ্ধতা থাকলে।
	৩	• স্বজন হারানোর শোকে স্তব্ধ হওয়ার দিকটি উদ্দীপক ও উপন্যাসের আলোকে উদ্দীপক ও উপন্যাসের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে। • উপযুক্ত শব্দচয়ন, যথার্থ বাক্যগঠন এবং বানানের বিশুদ্ধতা থাকলে।
	২	• বুধার স্বদেশপ্রেম এবং প্রতিবাদ-প্রতিশোধ পরায়ণতার দিকগুলো উপন্যাসের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে। • মধ্যম মানের শব্দচয়ন এবং বাক্যগঠন করতে পারলে
	১	• স্বদেশপ্রেম এবং প্রতিবাদ-প্রতিশোধ পরায়ণতার দিক থেকে বুধা ও মুর্দাফকিরকে একসূত্রে গাঁথা যায় না তা শুধু নির্ণয় করতে পারলে।
	০	• স্বদেশপ্রেম এবং প্রতিবাদ-প্রতিশোধ পরায়ণতার দিক থেকে বুধা ও মুর্দাফকিরকে একসূত্রে গাঁথা যায় না তা নির্ণয় করতে **না** পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে।

৯ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

স্বজন হারানোর বেদনায় স্তব্ধতার দিক থেকে উদ্দীপকের মুর্দাফকিরের চরিত্রের সাথে 'কাকাতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধার চরিত্রের সাদৃশ্য থাকলেও স্বদেশপ্রেম এবং প্রতিবাদ-প্রতিশোধ পরায়ণতার দিক থেকে উভয়কে একসূত্রে গাঁথা যায় না।

'কাকতাড়ুয়া উপন্যাসের বুধা জীবনের চরম বিপর্যস্ততার মধ্যে থেকেও তার প্রিয় গ্রামে গণহত্যা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় প্রতিবাদী হয়ে উঠে। সে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে আলি, মিঠু ও শাহাবুদ্দিনের সাথে। পাকিস্তানি সেনাদের বাঙ্কার ধ্বংস করার জন্য শাহাবুদ্দিনের পরিকল্পনায় মাটি কাটার দলের সাথে মিশে মাইন পুঁতে রাখে। রাজাকারের বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। তার স্বজাত্যবোধ তাকে দুর্বার প্রতিশোধ পরায়ণ করে তোলে।

কিন্তু উদ্দীপকের মুর্দাফকির তার চোখের সামনে স্ত্রী, পুত্র, কন্যাদের অনাহারে মরতে দেখেছে। তাদের লাশ কবরস্থ করতে পারেনি, শেয়াল-শকুনে খুবলে খেয়েছে। স্বজনদের প্রতি তার ভালোবাসা ছিল বলেই তাদের এ পরিণতিতে মুর্দাফকির পাগল হয়ে যায়। একইভাবে স্বজন হারানোর শোকে স্তব্ধ হয়েছিল বুধা।

কিন্তু উদ্দীপকের মুর্দাফকিরের মধ্যে আমরা আত্মসম্মানবোধ, বুদ্ধিমত্তা ও সাহসিকতার সাথে প্রতিরোধ ও প্রতিশোধের মানসিকতা লক্ষ করি না। কিন্তু 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধার মধ্যে স্বজন হারানোর আঘাতের তীব্রতা দেখি সাথে সাথে স্বদেশ ও স্বজাতির উপর আক্রমণের প্রতিশোধেও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে দেখি।

১০ নং প্রশ্নের (ক) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
১০(ক)	১	• সঠিক বানানে ‘ হাশেম ’ কথাটি লিখতে পারলে ।
	০	• সঠিক বানানে ‘ হাশেম ’ কথাটি লিখতে **না** পারলে ।

১০ নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

‘বহিপীর’ নাটকের প্রথম সংলাপটি হাশেমের ।

১০ নং প্রশ্নের (খ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
১০(খ)	২	• বৃদ্ধ পীরকে স্বামী হিসেবে মেনে না নিয়ে তাহেরার বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনায় খোদেজা যে বিস্মিত হয়েছিল তা নাটকের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে । • উপযুক্ত শব্দচয়ন, যথার্থ বাক্যগঠন এবং বানানের বিশুদ্ধতা থাকলে ।
	১	• বৃদ্ধ পীরকে স্বামী হিসেবে মেনে না নিয়ে তাহেরার বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনায় খোদেজা বিস্মিত হয়ে কথাটি বলেছিল তা শুধু উল্লেখ করতে পারলে । • মধ্যম মানের শব্দচয়ন এবং বাক্যগঠন করতে পারলে ।
	০	• বৃদ্ধ পীরকে স্বামী হিসেবে মেনে না নিয়ে তাহেরার বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনায় খোদেজা বিস্মিত হয়ে কথাটি বলেছিল তা উল্লেখ করতে **না** পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে ।

১০ নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

বৃদ্ধ পীরকে স্বামী হিসেবে মেনে না নিয়ে তাহেরার বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনায় বিস্মিত খোদেজা একথা বলেছিল ।

নাটকে দেখা যায়- বহিপীরের মুরিদ তাহেরার বাবা ও সৎমা তাহেরার বিয়ে ঠিক করে বৃদ্ধ বহিপীরের সাথে । তাহেরা এ বিয়ে কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি । বৃদ্ধ পীরের সাথে সংসার না করার সিদ্ধান্ত নিয়ে তাহেরা তার ছোট চাচাত ভাইকে নিয়ে শহরের উদ্দেশ্যে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে । তাদের সাথে কোন টাকা পয়সাও ছিল না । জমিদার পত্নী খোদেজা তাকে বিপদগ্রস্ত অবস্থায় দেখে তাদের বজরায় তুলে নেয় । তাহেরার মুখে এ সময় কোনো ভয়ের চিহ্নও ছিল না । তাই খোদেজা বিস্ময়ে প্রশ্নোক্ত উক্তিটি করেছিল ।

১০ নং প্রশ্নের (গ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
১০(গ)	৩	• পীর প্রথা বিরোধী মানসিকতার দিকটি উদ্দীপক ও নাটকের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে। • উপযুক্ত শব্দচয়ন, যথার্থ বাক্যগঠন এবং বানানের বিশুদ্ধতা থাকলে।
	২	• পীর প্রথা বিরোধী মানসিকতার দিকটি 'বহিপীর' নাটকের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে। • উপযুক্ত শব্দচয়ন, যথার্থ বাক্যগঠন এবং বানানের বিশুদ্ধতা থাকলে।
	১	• উদ্দীপকে 'বহিপীর' নাটকের পীর প্রথা বিরোধী মানসিকতার দিকটি ফুটে উঠেছে শুধু এটা নির্ণয় করতে পারলে।
	০	• উদ্দীপকে 'বহিপীর' নাটকের পীর প্রথা বিরোধী মানসিকতার দিকটি ফুটে উঠেছে এটা নির্ণয় করতে **না** পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে

১০ নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

উদ্দীপকে 'বহিপীর' নাটকের পীর প্রথার বিরোধীতা / পীরের প্রতি অন্ধ আনুগত্য না দেখানো / কুসংস্কার মুক্ত হওয়া/ অন্ধবিশ্বাস না করার দিকটি ফুটে উঠেছে।

'বহিপীর' নাটকে তাহেরার মধ্যে পীর প্রথা-বিরোধী মানসিকতা লক্ষণীয়। তার বাবা-মা অতিশয় পীর ভক্ত। পীরের সেবার জন্য তাদের নিজের কন্যা তাহেরাকে বৃদ্ধ বহিপীরের সাথে বিয়ে দেয়। কিন্তু সচেতন তাহেরা পীরের প্রতি মোটেই শ্রদ্ধাশীল ছিল না। এ বিয়ে সে কোনো মতেই মেনে নিতে পারেনি। বাবা-মার অন্ধ পীরভক্তিকে সে সমর্থনও করতে পারে না। তার মধ্যে আধুনিক চেতনা ও যৌক্তিক মানসিকতা বিরাজমান ছিল। তাই সে পীরপ্রথার বিরোধিতা করে বলে- "আমার বাপজান ও সৎমা ঐ পীরের মুরিদ, অবশ্য আমি না।" একপর্যায়ে নিজের জীবন নিজের মতো করে গড়ে নেওয়ার জন্য সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়।

উদ্দীপকের আবদুল্লাহও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে তার পীর বাবার পীরগীরিকে মেনে নিতে পারে না মোটেই। তার বাবার ভক্তদের শ্রদ্ধাকেও সে গ্রহণ করতে পারে না। তার বাবার বয়সী লোকেরা তার পা স্পর্শ করতে চাইলে সে তা গ্রহণ করতে পারে না। আবদুল্লাহর এই মানাসিকতা স্পষ্টতই পীর প্রথা বিরোধী মানসিকতার পরিচায়ক। অন্যদিকে 'বহিপীর নাটকের তাহেরার বাবা-মার সিদ্ধান্তের বিরোধিতাও মূলত পীর প্রথা তথা সনাতন ধ্যান-ধারনাকে প্রথ্যাখ্যান করে আধুনিক চিন্তাধারাকে গ্রহণ করার দিকটিকেই ইঙ্গিত করে।

১০ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
১০(ঘ)	৪	• উদ্দীপকের আবদুল্লাহর মধ্যে নিঃস্বার্থ, আধুনিক শিক্ষা-প্রসূত মানসিকতা বিরাজমান আর 'বহিপীর' নাটকের বহিপীরের মধ্যে স্বার্থান্ধ সনাতন মানসিকতার প্রকাশ ঘটেছে- এ বিষয়গুলো উদ্দীপক ও নাটকের আলোকে যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করতে পারলে। • উপযুক্ত শব্দচয়ন, যথার্থ বাক্যগঠন এবং বানানের বিশুদ্ধতা থাকলে।
	৩	• উদ্দীপকের আবদুল্লাহর প্রগতিশীল মানসিকতা উদ্দীপক ও 'বহিপীর' নাটকের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে। • উপযুক্ত শব্দচয়ন, যথার্থ বাক্যগঠন এবং বানানের বিশুদ্ধতা থাকলে।
	২	• বহিপীরের স্বার্থান্ধ-সনাতন মানসিকতা 'বহিপীর' নাটকের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে। • মধ্যম মানের শব্দচয়ন এবং বাক্যগঠন করতে পারলে
	১	• উদ্দীপকের আবদুল্লাহ ও 'বহিপীর' নাটকের বহিপীরের মধ্যে চেতনাগত বৈসাদৃশ্যের দিকটি শুধু নির্ণয় করতে পারলে।
	০	• উদ্দীপকের আবদুল্লাহ ও 'বহিপীর' নাটকের বহিপীরের মধ্যে চেতনাগত বৈসাদৃশ্যের দিকটি নির্ণয় করতে **না** পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে।

১০ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

উদ্দীপকের আবদুল্লাহর মধ্যে নিঃস্বার্থ, আধুনিক শিক্ষা-প্রসূত মানসিকতা বিরাজমান আর 'বহিপীর' নাটকের বহিপীরের মধ্যে স্বার্থান্ধ সনাতন মানসিকতার প্রকাশ ঘটেছে।

'বহিপীর' নাটকে বহিপীর প্রাচীন পীর প্রথাকে অবলম্বন করে সে তার আয়েসী জীবনধারণ করতে চায়। নিজের স্বার্থের জন্য সে তার মুরিদানদের সব সময় ব্যবহার করে। তাদের সেবা গ্রহণ করেই সে তার প্রভাব প্রতিপত্তিশালী জীবনযাপন করে। বহিপীর অতিশয় ধুর্ততার সাথে তার মুরিদদের ভক্তি, সেবা ও দান গ্রহণ করে থাকে। নিজের লোভ চরিতার্থ করার জন্য তার মুরিদের অল্প বয়স্কা মেয়েকে বিয়ে করে তার সাথে সংসার করতে নানা রকম চাতুর্যপূর্ণ কৌশল আবলম্বন করে।

পক্ষান্তরে উদ্দীপকের আবদুল্লাহ্ সুযোগ থাকা সত্যেও তার বাবার ইচ্ছা মতো বাবার মুরিদানদের ভক্তি, সেবা গ্রহণ করেনি। আবদুল্লাহ্ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ছেলে, সে যৌক্তিক ও আধুনিক ধ্যান-ধারণার অধিকারী। সনাতন, সংস্কারযুক্ত, ভ্রান্ত এই পীর প্রথাকে সে প্রত্যাখ্যান করেছে। আবদুল্লাহর বাবার ভক্তরা তাকেও তার বাবার মতো ভক্তি শ্রদ্ধা করতে চাইলে সে তা প্রত্যাখ্যান করে।
বহিপীর সনাতন চিন্তাচেতনার অধিকারী। তার পীরালি বজায় রাখার জন্য সদা সচেষ্ট থাকেন আর উদ্দীপকের আবদুল্লাহ তার আধুনিক শিক্ষার চেতনাগত কারণে পীর প্রথাকে বর্জন করে। উভয়ের মধ্যে এই চেতনাগত বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান ছিল।

১১ নং প্রশ্নের (ক) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
১১(ক)	১	• সঠিক বানানে ‘ উত্তর সুনামগঞ্জ ’ কথাটি লিখতে পারলে ।
	০	• সঠিক বানানে ‘ উত্তর সুনামগঞ্জ ’ কথাটি লিখতে **না** পারলে ।

১১ নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

বহিপীরের বাড়ি উত্তর সুনামগঞ্জে ।

১১ নং প্রশ্নের (খ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
১১(খ)	২	• বহিপীরের বাস্তবজ্ঞান এবং ইতিবাচক মানসিকতার দিকটি নাটকের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে । • উপযুক্ত শব্দচয়ন, যথার্থ বাক্যগঠন এবং বানানের বিশুদ্ধতা থাকলে ।
	১	• পরিস্থিতি মেনে নেওয়ার ইতিবাচক মানসিতার জন্যই বহিপীর যে উক্তিটি করেছিল তা শুধু উল্লেখ করতে পারলে । • মধ্যম মানের শব্দচয়ন এবং বাক্যগঠন করতে পারলে ।
	০	• পরিস্থিতি মেনে নেওয়ার ইতিবাচক মানসিতার জন্যই বহিপীর যে উক্তিটি করেছিল তা উল্লেখ করতে **না** পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে ।

১১ নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

পরিস্থিতি মেনে নেওয়ার ইতিবাচক মানসিতার জন্যই বহিপীর এই উক্তিটি করেছে ।
নাটকে দেখা যায়- হাশেম আলি তাহেরাকে নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্নে বজরা থেকে পালিয়ে যায় । এভাবে চলে যাওয়াকে হাশেমের মা-বাবা ভালোভাবে নেয় নি । তাহেরাকে বশে আনার জন্য বহিপীর ইতোপূর্বে নানা কৌশল শেষে পুলিশের ভয় দেখালেও শেষ পর্যন্ত হাশেম তাহেরার হাত ধরে চলে যাওয়ার পর বহিপীর শান্ত ভাব ধারণ করে এবং বিষয়টি স্বাভাবিক হিসেবে মেনে নেয়ার ইতিবাচক মানসিকতা তার মধ্যে সৃষ্টি হয় । কিন্তু তার এই ইতিবাচক মনোভাবের অন্তরালে ছিল তার অসহায়ত্ব । বাড়াবাড়ি করলে তার পীরালি মর্যাদা নষ্ট হতে পারে ভেবেই বিষয়টির প্রতি ইতিবাচক মানসিকতা প্রদর্শন করেছিল ।

১১ নং প্রশ্নের (গ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
১১(গ)	৩	• বিয়ের ক্ষেত্রে নারীর মতামতকে অগ্রাহ্য করার দিকটি উদ্দীপক ও নাটকের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে । • উপযুক্ত শব্দচয়ন, যথার্থ বাক্যগঠন এবং বানানের বিশুদ্ধতা থাকলে ।
	২	• বিয়ের ক্ষেত্রে তাহেরার মতামতকে অগ্রাহ্য করার দিকটি 'বহিপীর' নাটকের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে । • উপযুক্ত শব্দচয়ন, যথার্থ বাক্যগঠন এবং বানানের বিশুদ্ধতা থাকলে ।
	১	• বিয়ের ক্ষেত্রে নারীর মতামতকে অগ্রাহ্য করার দিকটি ইঙ্গিত করে-শুধু এটা নির্ণয় করতে পারলে ।
	০	• বিয়ের ক্ষেত্রে নারীর মতামতকে অগ্রাহ্য করার দিকটি ইঙ্গিত করে- এটা নির্ণয় করতে **না** পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে

১১ নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

নারীর মতামতকে গুরুত্ব না দিয়ে ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাবা-মার বিয়ে দেয়ার দিকটি ইঙ্গিত করে / বিয়ের ক্ষেত্রে নারীর মতামতকে অগ্রাহ্য করার দিকটি ইঙ্গিত করে ।

নাটকে তাহেরার মা-বাবা পীরসাহেবকে সাধারণ মানুষের উর্ধ্বে ভাবেন । তাই তাঁর সাথে মেয়ের বিয়ে দিতে পারলে বেহেশত লাভের পথ সুগম হবে বলে মনে করেন । এ ক্ষেত্রে বর কনের বয়সের বিষয়টি কিংবা কনের মতামতকে পরোয়া করেননি তারা ।

উদ্দীপকে দেখা যায়- এক সময় এ দেশে কৌলিণ্য প্রথার প্রচলন ছিল । অর্থাৎ উঁচুকুলে কন্যা দানের বিষয়টির মধ্যে একটি আভিজাত্যের লক্ষণ হিসেবে গণ্য করা হতো । আর তাই কন্যার মতামত এ ক্ষেত্রে উপেক্ষিত হতো । অসম বয়সের কারণে তাদের মানিয়ে নেয়ার বিষয়টিও পিতামাতার কাছে ছিল উপেক্ষিত । একইভাবে আমরা 'বহিপীর' নাটকে দেখতে পাই, পরকালের সুখ-সমৃদ্ধির বিষয়টিকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে তাহেরার বাবা তাকে পীরিভক্তির কাছে বলি দেন । এ ক্ষেত্রে পীরের প্রতি মুরিদানের অন্ধ বিশ্বাস আর ভালোবাসার দিকটি গভীরভাবে প্রাধান্য পেয়েছে । অথচ কন্যার চাওয়া-পাওয়া, মতামত সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত থাকে । যা উদ্দীপক ও বহিপীর নাটকে সমভাবে ফুটে উঠেছে ।

১১ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
১১(ঘ)	৪	• বিয়ের ক্ষেত্রে নারীর মতামতকে অগ্রাহ্য করার দিকটি 'বহিপীর' নাটকের একমাত্র বিষয় নয়– নাটকে আরও অনেকগুলো দিক রয়েছে তা উদ্দীপক ও নাটকের আলোকে যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করতে পারলে । • উপযুক্ত শব্দচয়ন, যথার্থ বাক্যগঠন এবং বানানের বিশুদ্ধতা থাকলে ।
	৩	• বিয়ের ক্ষেত্রে নারীর মতামতকে অগ্রাহ্য করার দিকটি উদ্দীপক ও নাটকের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে । • উপযুক্ত শব্দচয়ন, যথার্থ বাক্যগঠন এবং বানানের বিশুদ্ধতা থাকলে ।
	২	• 'বহিপীর' নাটকের জমিদারি শাসন ব্যবস্থা, জমিদারের মানবিকতাবোধ, খোদেজার চিরন্তন মাতৃত্ববোধ, হাশেমের আধুনিক মানসিকতা এবং তাহেরার প্রতিবাদী চেতনা এ দিকগুলো 'বহিপীর' নাটকের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে । • মধ্যম মানের শব্দচয়ন এবং বাক্যগঠন করতে পারলে
	১	• বিয়ের ক্ষেত্রে নারীর মতামতকে অগ্রাহ্য করার দিকটি 'বহিপীর' নাটকের একমাত্র বিষয় নয়– নাটকে আরও অনেকগুলো দিক রয়েছে শুধু তা নির্ণয় করতে পারলে ।
	০	• বিয়ের ক্ষেত্রে নারীর মতামতকে অগ্রাহ্য করার দিকটি 'বহিপীর' নাটকের একমাত্র বিষয় নয়– নাটকে আরও অনেকগুলো দিক রয়েছে তা নির্ণয় করতে **না** পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে ।

১১ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

"উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত বিষয়টি অর্থাৎ বিয়ের ক্ষেত্রে নারীর মতামতকে অগ্রাহ্য করার দিকটি 'বহিপীর' নাটকের একমাত্র বিষয় নয় ।"–মন্তব্যটি যথার্থ ।

'বহিপীর' নাটকে দেখা যায় যে, অন্ধ বিশ্বাসী বাবা-মার পরম শ্রদ্ধার পাত্র পীর সাহেবের সাথে তাদের অল্প বয়সী কন্যা তাহেরাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে দেয় । যা উদ্দীপকের ঘটনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ । উক্ত দিকটি ছাড়াও 'বহিপীর' নাটকে পীরপ্রথা, জমিদারি প্রথা, গভীর ধর্মানুভূতি, আধুনিক মানসিকতা, আধুনিক শিক্ষার প্রভাব ইত্যাদি লক্ষণীয় । কিন্তু উদ্দীপকে এসব বিষয় অনুপস্থিত ।

উদ্দীপকে কৌলিণ্য প্রথা এবং কুলিনদের কাছে কন্যাদানের ক্ষেত্রে আভিজাত্যের বিষয়টি ফুটে উঠেছে । কিন্তু এ ক্ষেত্রে পিতা-মাতা কন্যার বয়স বা মতামতকে আদৌ মূল্যায়ন করতো না । নারীজাতির মতামতকে অবজ্ঞা করে অভিভাবকদের ইচ্ছার প্রতিফলন প্রভাব বিস্তার করার দিকটি প্রাধান্য পেতো । অপর দিকে 'বহিপীর' নাটকে দেখা যায়, পীরের প্রতি মুরিদের অস্বাভাবিক গভীর ভালোবাসা তথা অন্ধ বিশ্বাস । জমিদারি শাসন ব্যবস্থা হাতেম আলিদের মধ্যে আভিজাত্যের গাম্ভীর্য এনে দেয় । খোদেজাদের মতো নারীদের মধ্যে এনে দেয় গভীর ধর্মানুভূতি, স্বামীভক্তি । আবার নাটকে আমরা আধুনিক শিক্ষার ফলে উদার , প্রত্যয়ী আত্মনির্ভরশীল মানসিকতার বিকাশও লক্ষ করি হাশেম আলীর মধ্যে ।

সুতরাং উদ্দীপকে উল্লেখিত দিকটি ছাড়াও 'বহিপীর' নাটকে জমিদারি শাসন ব্যবস্থা, জমিদারের মানবিকতাবোধ, খোদেজার চিরন্তন মাতৃত্ববোধ, হাশেমের আধুনিক মানসিকতা এবং তাহেরা প্রতিবাদী চেতনার প্রকাশ ঘটেছে ।